POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

## আল্লাহ্‌র বাণী

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ
فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হইয়াছিল।

(আলে ইমরান:১৩৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

# বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 41
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 10 অক্টোবর, 2019 10 সফর 1441 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

**সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নবীকে চিনতে পারে। কেননা, কেননা সে খোদাকে চিনতে পারে আর নির্বোধ সেই যে-নবীকে অস্বীকার করে। নবুয়্যতকে অস্বীকার করা খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর।**

**একটি তুচ্ছ কীট হয়ে সেই পরম মহিমান্বিত সত্তাকে আক্রমণ করা এবং খোদাকে সকল শক্তির আধার জ্ঞান না করার সিদ্ধান্তে তড়িঘড়ি উপনীত হওয়া চরম ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কি?**

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

### খোদা তা'লার বিস্ময়কর শক্তি ও নিদর্শনকে সীমাবদ্ধ মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

খোদা তা'লার বিস্ময়কর শক্তি ও নিদর্শনকে সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মানুষ তো নিজের প্রকৃতি সম্পর্কেও অজ্ঞ, অথচ সে স্বর্গীয় বিষয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার ধৃষ্টতা দেখায়। এমন মানুষদের জন্য বলা হয়েছে-

تو کار زمیں را نکو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی

"তুমি কি পার্থিব বিষয়াবলীকে সুসংহত করতে পেরেছ? তবে যে স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি এভাবে মনোনিবেশ করছ!"

নিজের গণ্ডীর বাইরে পদবিক্ষেপ না করাই মানুষের কর্তব্য। চিকিৎসকগণ তো বহু রোগের কারণ ও লক্ষণাবলী সম্পর্কেই অবগত নন। কাজেই, মানুষের এতটা দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও নিজের আয়ত্ত্বের বাইরের বিষয়ে মত প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্য কি সঙ্গত হতে পারে? মোটেই না। বস্তুত: খোদার বশ্যতা স্বীকারের দাবি হল, তাদের সঙ্গে থাকা, যারা বলে- سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

'হে আল্লাহ্) তুমিই পবিত্র, আমাদের কোন জ্ঞান নেই।

(বাকারা, আয়াত: ৩৩)

লক্ষ্য করে দেখ! বিশাকালায় নক্ষত্ররাজি নভোমণ্ডলে কোনও স্তম্ভ ছাড়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এমনকি সমগ্র নভোমণ্ডল নিজেও কোন অবলম্বন ছাড়া লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এভাবেই রয়েছে। প্রত্যহ রাত্রিতে চাঁদ নির্মল অবয়ব নিয়ে উদ্ভাসিত হয়, প্রভাতে সূর্য ওঠে এবং নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট গতি মেনে চলে। আমাদের কাজে কোনও না কোনও ভুল অবশ্যই থেকে যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাজ দেখ! এই চাঁদ ও সূর্য বিনা ব্যতিক্রমে একই ভাবে আবর্তিত হচ্ছে। যদি কেউ প্রতিদিন এই কথাগুলি চিন্তা করে যে সূর্য ও চন্দ্র নিয়ম করে নির্দিষ্ট দিকে উদিত হয়ে কিভাবে আমাদেরকে দিকের জ্ঞান দেয়, তবে সে বিস্ময়াভিভূত হবে। আমরা বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হই, কিন্তু সূর্য সেই একই থেকে যায়। দুই হাজার টাকার ঘড়ি যদি দুপুর বারোটার সময় দশটা সময় দেখায়, কিম্বা ঠিক এর উল্টোটি ঘটে, তবে এমন বস্তু মূল্যহীন ও অকেজো হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু খোদা তা'লা দ্বারা স্থাপিত ঘড়িতে বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটে না, এরজন্য কোনও চাবিরও প্রয়োজন হয় না, পরিস্কারও করতে হয় না। কে আছে যে এমন সৃষ্টিকর্তার শক্তি পরিমাপ করতে পারে? মানুষ একথা ভেবে আশ্চর্যচকিত হয় যে, আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য, যেমন-বস্ত্র, বাসন ইত্যাদি ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকে। শিশু যুবকে পরিণত হয়, বার্ধক্যে আসে এবং অবশেষে মারা যায়। কিন্তু কালকের যে সূর্যটি উদিত হয়েছিল, আজকের সূর্য সেই অবিকলই রয়েছে। এবং কতশত বছর এভাবেই চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনা বা কালের প্রভাব তাকে স্পর্শ করে না। একটি তুচ্ছ কীট হয়ে সেই পরম মহিমান্বিত সত্তাকে আক্রমণ করা এবং খোদাকে সকল শক্তির আধার জ্ঞান না করার সিদ্ধান্তে তড়িঘড়ি উপনীত হওয়া চরম ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কি?

### নবীগণের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য

ইসলামের খোদা সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তিমত্তার উপর আপত্তি করার অধিকার কারো থাকতে পারে না। আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে অলৌকিক নিদর্শন দেওয়ার কারণ হল, মানুষের অভিজ্ঞতা সেগুলি আয়ত্ব করতে পারে না। তাই মানুষ যখন এমন অলৌকিক বিষয় ঘটতে দেখে, তখন তারা প্রথমতঃ স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে এটি খোদার পক্ষ থেকে। মানুষ যদি ঐশী-জ্ঞানকে ত্যাগ করে কেবল নিজের যুক্তিতর্ককেই আঁকড়ে ধরে, তবে তার উভয় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। একদিকে সে অলৌকিক নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, অপরদিকে নিজের ত্রুটিপূর্ণ বিচারশক্তি নিয়ে দম্ভ করে। পরিণামে এই নির্বোধের দল অলৌকিক নিদর্শনের সেই অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বৃথা প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হয়, যার দর্শন পার্থিব বিচারবুদ্ধি এবং অগভীর চিন্তাধারার মানুষের কাছে অধরাই থেকে যায়। এটি তাকে আরও বেশি করে প্রত্যাখ্যানের দিকে নিয়ে যায়, এবং অবশেষে এমন ব্যক্তি নবুয়্যতকেই অস্বীকার করে বসে। তখন সে সংশয় ও অভিযোগ-আপত্তির এক স্তুপ তৈরী করে যা তার জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। কখনও সে দাবি করে, এই ব্যক্তি তো আমাদের মতই খায়, পান করে এবং যাবতীয় প্রকারের দৈহিক চাহিদা থেকেও মুক্ত নয়। এ কি করে আমাদের থেকে বেশি শক্তিশালী হতে পারে? কিভাবে এর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রভাব আমাদের থেকে ভিন্ন হতে পারে? হায়! যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এদের এই বক্তব্য এবং অভিযোগ আরোপ নবুয়্যতকে অস্বীকার করার করণ হয়ে দেখা দেয়। ভেবে দেখার বিষয়, এমন মানুষের ঈমান জরাজীর্ণ হলেও, আপত্তি তোলার সময় এরা প্রবল আপত্তি করে। এমন আচরণ নবুয়্যতের সত্তাকেই

শেষাংশ ৮পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# ২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

( উত্তরের শেষাংশ)

(প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হজ্জের সময় কেন নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দা থাকে না?)

১৯১২-১৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) হজ্জের জন্য সেখানে যাওয়ার পর দেখেন, ভারত থেকে এক চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক হজ্জে এসেছে, যে কিনা হজ্জের সময় দোয়া করার পরিবর্তে চলচ্চিত্রের গান গাইছিল। তাই এমন মানুষও আছে।

হজ্জ পূর্ণ মনোযোগ এবং বিলীনতা দাবি করে। এটি একটি কারণ হতে পারে। এছাড়া আমাদেরকে এভাবে হজ্জ করার আদেশই দেওয়া হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে কোনও চাদর, পর্দা বা অন্তরায় ছাড়াই পুরুষরা সামনের সারিতে নামায পড়তেন, মহিলারা পিছনের সারিতে। ইসলাম এমন যুগের মধ্য দিয়েও অতিবাহিত হয়েছে। পর্দা তোমাদের সুবিধার জন্য। হজ্জের সময় পুরুষদের মত মহিলাদেরকে 'এহরাম' বাঁধতে হয় না। তারা নিজেদের পোশাকেও হজ্জ করতে পারে।

প্রশ্ন: স্বামী যদি পর্দাহীনতা অবলম্বন করতে বলে, তবে কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার: তুমি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নাও যে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবে নাকি স্বামীর। একটু আগেই যেকথা আমি বলেছি, আপনার পরিধান শালীন হওয়াই বিধেয়। লজ্জাশীলতা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পর্দাই মূল বস্তু, আর এর আদেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। তাঁর কথা আমাদেরকে তো মান্য করতেই হবে। পাকিস্তানের আইন আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে বাধা দেয়, সালাম করতে বাধা দেয়। আহমদীরা কি তাদের কথা মেনে নেয়? আইনের অন্যান্য সব কথাই মেনে চলে, কিন্তু এই কথাটি মানে না, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ বিরুদ্ধ। কাজেই যে কোনও বিষয় নিয়ে যখনই আল্লাহ্ তা'লার আদেশের সঙ্গে সংঘাত বাধে-পিতামাতা বলুক বা স্বামী বলুক, কিম্বা অন্য কেউ বলুক- সে কথা মান্য করবে না। এটিই তোমাদের নীতি হওয়া উচিত।

## ওয়াকফীনে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাসে প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রচিত 'বরকাতে খিলাফত' পুস্তকটি অধ্যয়ন করছিলাম, যেখানে তিনি একস্থানে লিখেছেন, "প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় আসে যখন তাদের মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করে। কিন্তু এই মূহুর্তে আমাদের রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন নেই। হয়তো ভবিষ্যতে দরকার পড়বে। সেই সময় যুগ খলীফা সিদ্ধান্ত নিবেন।" আহমদীদের রাজনীতিবিদ হওয়ার সময় কি এসে গেছে?

হুযুর আনোয়ার: হ্যাঁ রাজনীতিবিদ হতে পারে। কিন্তু ওয়াকফীনে নওরা রাজনীতিতে যেতে পারে না। জামাতের চাহিদাবলীর বিষয়ে ওয়াকফীনে নওদের জন্য আমি একটি তালিকা দিয়েছিলাম। এই মূহুর্তে আমাদের ডাক্তার এবং শিক্ষকের প্রয়োজন, কিছু প্রকৌশলী এবং হিসাবরক্ষকেরও প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু বেশি প্রয়োজন ডাক্তার এবং শিক্ষকের। যদি কারো মধ্যে রাজনীতিবিদ হওয়ার বা এই ধরণের অন্য কোনও পেশার জন্য খোদা প্রদত্ত কোনও যোগ্যতা থাকে, তবে সে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে পারে। এমনিতেও তো আহমদী রাজনীতিবিদ রয়েছেন। ঘানায় আহমদীয় রাজনীতিবিদ রয়েছেন যিনি পার্লামেন্ট সদস্য। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে আহমদীয়া বিরোধী আইন পাস হওয়ার পূর্বে ১৯৭৪ সালে ভুট্টু সরকারে তিন চারজন আহমদী সদস্য ছিলেন, একজন সেনেট সদস্য ছিলেন এবং দুইজন আহমদী পাঞ্জাব বিধানসভার সদস্য ছিলেন।

এখানে আমেরিকায় আহমদীদের মধ্যে যাদের রাজনীতিতে আগ্রহ আছে, তারা রাজনীতিতে আসতে পারে। কিন্তু দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার ক্যালিফোর্নিয়া কবে আসবেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, যেদিন আল্লাহ্ নিয়ে আসবেন। দেখা যাক কবে আসি। একবার তো সেখানে গিয়েছি।

প্রশ্ন: হিউস্টন এসে আপনার কেমন লেগেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: খুব ভাল লেগেছে। হিউস্টনের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। আশপাশের এলাকায় শস্যভূমি, বাগান রয়েছে। খুব সুন্দর জায়গা।

প্রশ্ন: জামাত আহমদীয়া আমেরিকা সামগ্রিকভাবে কিভাবে নিজেকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি সফরের শেষে আপনাদের সেকথা জানিয়ে দিব।

**প্রশ্ন:** যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াকফীনে নওদের জন্য হুযুর আনোয়ারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ কি?

হুযুর আনোয়ার: আপনারা আমার খুতবা শোনেন? আমি দুই বছর পূর্বে কানাডায় যে খুতবা দিয়েছিলাম, সেটিই ওয়াকফীনে নওদের জন্য 'চার্টার'। এর মধ্যে একত্রিশটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি পালনীয়। এছাড়াও তোমরা যথরীতি পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়। যেখানে যেখানে নামায সেন্টার এবং মসজিদ রয়েছে, সেখানে বা-জামাত নামায পড়। নিয়মিত কুরআন করীমের তিলাওয়াত কর, সৎ ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখ আর পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দাও। এই চারটি বিষয় মাথায় রাখ আর বাকি খুতবার বিষয় বস্তুগুলিও সঙ্গে রেখ।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও হওয়ার কারণে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্রদের দ্বারা গৃহিত শিক্ষা-ঋণের পরিমাণ ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। একজন ছাত্রের মাথাপিছু শিক্ষা-ঋণের পরিমাণ গাড়ি-ঋণ ও এই ধরণের অন্যান্য ঋণকে ছাপিয়ে গেছে। অতএব, শিক্ষার্জনকালে কিভাবে নিজেদের আর্থিক বিষয়াদিকে ভালভাবে ম্যানেজ করা যায়- সে সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার আহমদী কিশোর ও যুবকদের কি উপদেশ দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, উচ্চশিক্ষা কেবল ওয়াকফীনে নওদের জন্যই আবশ্যক নয়, প্রত্যেক আহমদীর জন্যও আবশ্যক। ওয়াকফীনে নওদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়া উচিত।

যারা সরকার বা ব্যাংক থেকে শিক্ষা-ঋণ নেয়, তাদের উদ্দেশে আমার এটিই উপদেশ, তারা যে যে বিভাগে শিক্ষার্জন করেছে, সেই সেই বিভাগেই কাজের সন্ধান কর এবং অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেদের ঋণ পরিশোধ কর। পুরো ঋণ পরিশোধ করার পর নিজেদেরকে ওয়াকফ হিসেবে পেশ কর। কিন্তু এই অন্তবর্তী সময়ে মরকজকে নিজের প্রগ্রেস রিপোর্ট দিয়ে অবগত করতে থাক। এছাড়াও যেমনটি আমি এখনই উল্লেখ করেছি-পাঁচ ওয়াক্তের নামায বা-বাজাত এবং কুরআন তিলাওয়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রদর্শন কর- এসব জিনিসগুলি থাকা চায়। কোনও হস্টেল বা কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় নিজের মৌলিক দায়িত্বটুকু যেন বিস্মৃত না হয়। এর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকতে হবে। এগুলির সাথে নিজেদের ঋণও পরিশোধ করে যেতে হবে। এরপর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা নিতে পার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তৃতীয় বিশ্বের বা দারিদ্র নিপীড়িত দেশগুলির ছাত্রদেরকে উচ্চ-শিক্ষার জন্য আমরা নিজেরাই ঋণ দিয়ে থাকি।

প্রশ্ন: আপনার উপর কি সরাসরি ওহী (অবতীর্ণ) হয়?

আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন উপায়ে বলে দেন যে কি করতে হবে। মনের মধ্যে কোনও বিষয়কে প্রবিষ্ট করে দেন, সরাসরি কোন ওহী হয় না। ওহী তো একমাত্র নবীগণ প্রাপ্ত হন।

এরপর আযানের সময় হলে সৈয়্যদ নওয়াস আহমদ আযান দেয়। হুযুর আনোয়ার সেই সময় মেহরাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আযান শেষ হওয়ার পর সেই খুদ্দামকে কাছে ডেকে বলেন, 'কি করছ?' যুবক উত্তর দেয়,'আমি ডাক্তার, রেসিডেন্সি করছি'। হুযুর আনোয়ার ঋণের বিষয়ে জানতে চেয়ে বলেন তা কবে পরিশোধ হবে? উত্তরে যুবক বলেন, 'এমনও কি হয়ে থাকে যে সেবা বা জনকল্যাণমূলক কাজ করলে ঋণ মুকুব হয়, কিম্বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হ্রাসও করা হয়? হুযুর আনোয়ার তাঁকে ঘানা যাওয়ার নির্দেশ দেন।

## ২৭ শে অক্টোবর, ২০১৮

হুযুর আনোয়ারেরসঙ্গে ৭৪টি পরিবারের মোট ৩৯৬জন সদস্য সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই পরিবার গুলি আমেরিকার ২৮টি বিভিন্ন জামাত থেকে এসেছিল। সাক্ষাতের পর সেই সব মানুষের আবেগ-অনুভুতির কিছু কথা তুলে ধরা হল-

গ্যাম্বিয়ার এক আহমদী ইবু জাফু সাহেব বর্তমানে আমেরিকার মিনেসোটায় বসবাস করে। তিনি নিজের সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেন, 'এটি আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাত ছিল আর এ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার ভাষা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্‌র কৃপায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে নি, প্রিয় ইমামের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি। আমি তাঁর চতুর্পাশে এক বিশেষ আভা লক্ষ্য করেছি। হুযুর আনোয়ারকে আমার বিমা সংস্থার একটি নাম প্রস্তাব করার অনুরোধ করেছিলাম। তিনি সহৃদয়তাপূর্বক বিমা সংস্থার নামকরণ করেন আমার নিজের নামেই।

সান আন্টিনিও জামাত থেকে আগত মুসাওয়র রাণা নামে এক আহমদী বলেন, খলীফার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করছি।

অস্টিন জামাতের শোয়েব আহসন সাহেব সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অফিস ঐশী জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল, যা প্রত্যেক্ষ চাক্ষুষমান ব্যক্তিই দেখতে

এর পর ১০ পাতায়

# জুমআর খুতবা

## “আল্লাহ্ তা’লা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়, সীমার মধ্যে থাকা উচিত। একথাটি প্রত্যেক আহমদীকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে এবং আনুগত্যের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে হবে।”

**খোদা তা’লাকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা’লার তাকওয়া তুমি ততক্ষণ অবলম্বন করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা’লার প্রতি ঈমান আনবে,( অর্থাৎ ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া উচিত), আর সর্বপ্রকার ভাল-মন্দের তকদীরের প্রতি ঈমান না আনবে। সুতরাং তুমি যদি এগুলো ছাড়া অন্য কোন বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি (দোযখের) আগুনে প্রবেশ করবে। *[হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) শেষ ওসিয়্যত]***

---

**নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবা হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।**

**আল্লাহ্ তা’লা এই সাহাবীদের মর্যাদা উন্নীত করুন, যারা এমন সব কথা আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যা আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের ব্যবহারিক জীবন যাপনের জন্যও অত্যন্ত আবশ্যক।**

**মাননীয় সাঈদ সুকিয়া সাহেব (সিরিয়া), মাননীয় আত তৈয়্যব আল আবিদি সাহেব (তিউসিনিয়া) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রাহে.)-এর জেষ্ঠ্য কন্যা মাননীয় আমাতুশ শুকুর বেগম সাহেবার মৃত্যুতে তাঁদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।**

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ৬ সেপ্টেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা ( ৬ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:গত খুতবায় আমি হযরত উবাদা বিন সামেতের স্মৃতিচারণ করছিলাম, যা সম্পূর্ণ হয় নি। তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা ও রেওয়ায়েত আজ উল্লেখ করছি। ইতিহাসে লেখা আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের নির্দেশে তাঁর মিত্র বনু কায়নুকা গোত্র যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের মতো হযরত উবাদাও তাদের মিত্র ছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে তিনি সেই গোত্র থেকে পৃথক হয়ে যান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর খাতিরে তিনি তাদের মিত্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন। বর্ণিত আছে যে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

(সূরা মায়েদা: ৫২ )

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে-ই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে নিশ্চয় তাদেরই গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালেম জাতিকে হেদায়েত দান করেন না।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৬)

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এর অর্থ মোটেই এটি নয় যে, খ্রিষ্টান বা ইহুদীর জন্য কোন উপকারী বা কল্যাণকর কোন কথা কখনো বলা যাবে না বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যাবে না, বরং এর এ কথার অর্থ হলো, যেসব ইহুদী বা খ্রিষ্টান তোমাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কেননা, অন্যত্র আল্লাহ তা’লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না বা তোমাদেরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে নি তাদের সাথে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তা’লা তোমাদেরকে বারণ করেন না, তারা কাফের, ইহুদী বা খ্রিষ্টান-ই হোক না কেন। যেমন আল্লাহ তা’লা বলেন-

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

(সূরা মুমতাহানা: ৯ )

অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বিতাড়িত করে নি তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

অতএব এখানে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুর্বলতা, ভয় এবং হীনম্মন্যতার কারণে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রেখো না। উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা’লার প্রতি তোমাদের তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকা উচিত আর তোমরা যদি নিজেদের ঈমানী অবস্থার উন্নয়ন সাধন কর তাহলে খোদা তা’লাও তোমাদের সাথে থাকবেন। কিন্তু আজকাল আমরা দেখি যে, দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম দেশগুলো সাহায্যের জন্য সেই অ-মুসলিমদের ক্রোড়েই গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে আর তাদেরকেই ভয় পায় আর এর যে ফলাফল বের হয় তা হলো, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অ-মুসলিমদের সাহায্য নেওয়ার কারণে এ অমুসলিমরাই ইসলামের গোড়া কর্তনের কারণ হচ্ছে। যাহোক আমরা দোয়া করি, এসব মুসলিম রাষ্ট্রকেও আল্লাহ তা’লা সুমতি বা কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। যে ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো, বনু কায়নুকা যখন যুদ্ধ করে তখন তাদেরকে ঘেরাও করা হয়, যুদ্ধ হয় এবং তারা পরাজিত হয়। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে উক্ত ঘটনার উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে তা হলো, সেই যুদ্ধের পর যখন তাদের অর্থাৎ বনু কায়নুকা’র পরাজয় হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনা হলো:-বদরের যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা’লা নিজ কৃপায় সংখ্যাস্বল্পতা এবং সহায়সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের’কে কুরাইশের এক বিশাল সেনাদলের বিপক্ষে বিজয় দান করেন এবং মক্কার বড় বড় রথী-মহারথীরা ভূলুণ্ঠিত হয় তখন মদিনার ইহুদীদের হৃদয়ে বিদ্বেষের সুপ্ত অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। মুসলমানদের সাথে তারা প্রকাশ্যে তর্কাতর্কি শুরু করে দেয়, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রকাশ্যে বলা শুরু করে যে, কুরাইশ সেনাদলকে পরাজিত করা বড় এমন কী বিষয় ছিল! আমাদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাবেলা হলে আমরা দেখিয়ে দিব যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়। এক সমাবেশে তারা এমনকি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর মুখের ওপর এ ধরনেরই আস্ফালন করে। অতএব রেওয়ায়েত রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর যখন মহানবী (সা.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি (সা.) একদিন ইহুদীদেরকে একত্রিত করে নসীহত করেন এবং নিজ দাবি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর (সা.) এই শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিভরা বক্তব্যের বিপরীতে ইহুদী গোত্রাধিপতিরা যে ভাষায় জবাব দিয়েছিল তা হলো, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি সম্ভবত গুটিকতক কুরাইশকে হত্যা করে দাম্ভিক হয়ে উঠেছ। যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে তারা অনবহিত ছিল। যদি আমাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে, যোদ্ধা কেমন হয়ে থাকে। আর ইহুদীরা কেবল এই সাধারণ হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং মনে হচ্ছিল যেন তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও শুরু করে দিয়েছে। কেননা রেওয়ায়েত রয়েছে যে, সেই দিনগুলোতে একজন নিষ্ঠাবান

সাহাবী তালহা বিন বারা'আ যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন যে, যদি আমি রাতে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমার জানাযা'র জন্য মহানবী (সা.)-কে যেন রাতে সংবাদ দেওয়া না হয়। কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমার কারণে ইহুদীদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-দুর্ঘটনা কবলিত হবেন। অর্থাৎ জানাযার জন্য তিনি (সা.) রাতে আগমন করবেন আর ইহুদীরা তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। যাহোক, বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীরা প্রকাশ্যে দুষ্কৃতি আরম্ভ করে দেয় আর যেহেতু মদিনার ইহুদীদের মাঝে বনু কায়নুকা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সাহসী ছিল, তাই সর্বপ্রথম তাদের পক্ষ থেকেই চুক্তি ভঙ্গ হয়। যেভাবে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, মদিনার ইহুদীদের মাঝে সর্বপ্রথম বনু কায়নুকা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে, যা তাদের ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল আর বদরের পর তারা বেপরোয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং প্রকাশ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ করে আর সন্ধি ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের মুনিবের পথ-নির্দেশ অনুযায়ী সকল পর্যায়েই ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করে নি, বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে- ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত উক্ত চুক্তিনামা'র পর মহানবী (সা.) ইহুদীদের মনস্তুষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক মুসলিম এবং এক ইহুদী'র মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। ইহুদী ব্যক্তি সকল নবীদের ওপর হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। উক্ত সাহাবী এতে রাগান্বিত হন এবং সেই ইহুদীর সাথে তিনি কিছুটা রূঢ় আচরণ করেন এবং বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মহানবী (সা.) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন, তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন আল্লাহ্‌র রসূলদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বেড়ানো তোমার কাজ নয়? এরপর ক্ষেত্র বিশেষে তিনি (সা.) মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ইহুদীর মনস্তুষ্টি করেন। কিন্তু এমন মনস্তুষ্টিমূলক আচরণ এবং নম্রতা ও মমতাপূর্ণ ব্যবহার সত্ত্বেও ইহুদীরা তাদের দুষ্কৃতির মাত্রা বাড়িয়েই চলছিল। আর অবশেষে ইহুদীদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি হয় আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে লুক্কায়িত যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল তা বক্ষে সুপ্ত থাকে নি বরং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর তা এভাবে হয়েছে যে, বাজারে এক ইহুদীর দোকানে একজন মুসলমান মহিলা কিছু সওদা ক্রয় করতে যায়। তখন সেই দোকানেই বসে থাকা কিছু দুষ্কৃতকারী ইহুদী সেই মহিলাকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে উত্যক্ত করে এবং সেই দোকানদার নিজে এই দুষ্টামি করে যে, সেই মহিলার অজ্ঞাতে তার নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদের একটি প্রান্ত কাঁটা জাতীয় কিছু জিনিস দ্বারা তার পিঠের কাপড়ের সাথে তারা টানিয়ে দেয় (হয়ত হুক জাতীয় কিছু লাগানো ছিল অথবা কাটা জাতীয় কোন জিনিস পড়ে ছিল যার সাথে তার কাপড় আটকে দেয়)। ফলে যা হয় তা হলো তাদের অসভ্য আচরণ দেখে সেই মহিলা যখন সেখান থেকে ফিরে আসতে উদ্যত হন তখন তার কাপড় খুলে যায় অর্থাৎ তিনি অনাবৃত হয়ে পড়েন। এতে সেই ইহুদি দোকানদার এবং তার সাথীরা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে । মুসলমান সেই মহিলা লজ্জায় চিৎকার করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে। ঘটনাক্রমে কোন এক মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং সেখানে দুই পক্ষের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে যায় আর ইহুদি দোকানদার মারা যায়। যার ফলে সেই মুসলমান ব্যক্তির ওপর চতুর্দিক থেকে তরবারি চালানো হয়। তারা তার ওপর আক্রমণ করে আর আত্মাভিমানী সেই মুসলমান নিহত হন এবং সেখানেই লুটিয়ে পড়েন আর এভাবে শাহাদত বরণ করেন। এ ঘটনা জানার পর মুসলমানদের মাঝেও জাতিগত আত্মভিমান জেগে উঠে, তাদের চোখ রক্তিম হয়ে যায় আর অপরদিকে যেসব ইহুদি এই ঘটনাকে যুদ্ধের অজুহাত বানাতে চাচ্ছিল তারাও দলবদ্ধ হয়ে যায় আর এক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) বনু কায়নুকার নেতৃবৃন্দকে সমবেত করে বলেন- এমন আচরণ শোভনীয় নয়। এমন দুষ্কৃতি হতে তোমরা বিরত হও এবং খোদাকে ভয় কর। কিন্তু অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ এবং লজ্জিত হওয়া আর ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে তারা পক্ষান্তরে অত্যন্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ ও বিদ্রোহাত্মক উত্তর দেয় এবং সেই একই হুমকির পুনরাবৃত্তি করে বলে যে, বদরের বিজয়ের জন্য গর্বিত হইও না; আমাদের সাথে যুদ্ধ হলে বুঝবে, যোদ্ধারা এমনই হয়ে থাকে। যাহোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে বনু কায়নুকার দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার এটিই ছিল শেষ সুযোগ। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের নিয়ে সেখানে যান, তখন ইহুদিদের উচিত ছিল, তারা যেসব বাড়াবাড়ি করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং মীমাংসার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তারা এর বিপরীতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যাহোক, যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে যায় আর ইসলাম এবং ইহুদি শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই যুগের রীতি অনুসারে যুদ্ধের একটি রীতি ছিল, নিজেদের দুর্গাভ্যন্তরে সুরক্ষিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করা এবং প্রতিপক্ষের দুর্গ অবরোধ করে রাখা। যারা আক্রমণ করত, তারা দুর্গ অবরোধ করত অর্থাৎ সেটিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখত। বিভিন্ন সময় সুযোগ মত একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাত। এভাবে হয় অবরোধকারী দল দুর্গ দখল করা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিত; অর্থাৎ নিজেদের ঘেরাও তুলে নিয়ে চলে যেত আর এটিকে দুর্গের ভেতরে অবস্থানরত লোকদের অর্থাৎ আবদ্ধ লোকদের বিজয় মনে করা হতো যে, তারা বিজয়ী হয়েছে। অথবা দুর্গের ভিতরে যারা আবদ্ধ অবস্থায় থাকত তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দুর্গের দ্বার খুলে দিয়ে বিজয়ীদের হাতে আত্মসমর্পণ করত। এক্ষেত্রেও বনু কায়নুকা এই রীতি অবলম্বন করে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেই দুর্গে অবস্থান নেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অবরোধ করেন, দুর্গের চুতর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন আর লাগাতার ১৫ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। অবশেষে বনু কায়নুকার পুরো শক্তি নিঃশেষ হয়ে তাদের দর্পচূর্ণ হয়ে যায়। তখন তারা এই শর্তে নিজেদের দুর্গের দ্বার খুলে দেয় যে, তাদের সহায়-সম্পত্তি মুসলমানদের হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের প্রাণ ও তাদের পরিবার-পরিজনের উপর মুসলমানদের কোন অধিকার থাকবে না। মহানবী (সা.) এই শর্ত মেনে নেন। কেননা যদিও মূসায়ী শরিয়ত অনুযায়ী এরা সবাই হত্যাযোগ্য ছিল; অর্থাৎ এমন পরিস্থিতিতে তওরাত, যা মূসায়ী শরিয়ত, সেটির ভাষ্য হলো–এদেরকে হত্যা করা হোক; আর চুক্তি অনুসারে তাদের জন্য মূসায়ী শরিয়তের সিদ্ধান্তই কার্যকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি সেই জাতির প্রথম অপরাধ ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর দয়ালু ও কৃপাময় প্রকৃতির পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিকার হিসেবে সেই চরম শাস্তির দিকে সূচনাতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু অপরদিকে এমন বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের মদিনায় থাকাটাও শত্রুকে প্রশয় দেওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম বিপজ্জনক ছিল না। অর্থাৎ কালসর্প পুষে রাখার মত বিষয় ছিল। বিশেষত যখন কিনা অওস ও খাযরাজ গোত্র থেকে একদল মুনাফিক আগে থেকেই মদিনায় বিদ্যমান ছিল এবং বাইরে থেকেও সমগ্র আরবের বিরোধিতা মুসলমানদের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত দেওয়াই সম্ভব ছিল যে বনু কায়নুকা যেন মদিনা ছেড়ে চলে যায়। তাদের অপরাধের তুলনায় এবং সেই যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই শাস্তি নিতান্তই একটি লঘু শাস্তি ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাতে কেবল আত্মরক্ষামূলক বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, মদীনার মুসলমানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা; (মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে,) নতুবা আরবের যাযাবর জাতিগুলোর কাছে এই স্থানান্তরিত হওয়াটা কোন বড় বিষয় ছিল না। তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত, হিজরত করতে থাকত। বিশেষত যখন কোন গোত্রের জমি-জমা ও বাগান ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি না থাকতো; যেমন কি-না বনু কায়নুকা'র ছিল না, (অর্থাৎ তাদের স্থাবর সম্পত্তি ছিল না) উপরন্তু পুরো গোত্র যখন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে গিয়ে বসতি স্থাপনের সুযোগ পায় (সেখানে এটি তেমন কোন বড় বিষয় ছিল না)। তাই বনু কায়নুকা অতি স্বচ্ছন্দে মদিনা ছেড়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। তাদের যাত্রার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ইত্যাদির দায়িত্ব মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবী উবাদা বিন সামেতের ওপর অর্পণ করেন (অর্থাৎ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ এখন করা হচ্ছে তিনি) যিনি তাদের মিত্রদের একজন ছিলেন। অতএব উবাদা বিন সামেত কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত বনু কায়নুকা'র সাথে যান এবং তাদেরকে নিরাপদে সামনে এগিয়ে দিয়ে ফেরত আসেন। যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তা ছিল কেবল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কিংবা তাদের যে পেশা ছিল- সেই সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি। এগুলো ছাড়া তেমন কোন জিনিস ছিল না, যা মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে নিয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৫৮-৪৬০)

এই বিষয়ে সীরাতুল হালবিয়াতেও কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে

## যুগ ইমাম-এর বাণী

**কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না।** **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন যে, সেই ইহুদিদেরকে যেন মদিনা থেকে চিরকালের জন্য বহিষ্কার করে দেশান্তরী করা হয়। তাদের দেশান্তরের দায়িত্ব তিনি (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেতের উপর অর্পণ করেন এবং ইহুদিদেরকে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেন। অতএব তিন দিন পর ইহুদিরা মদিনাকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়। এর আগে ইহুদিরা হযরত উবাদা বিন সামেতের কাছে আবেদন করেছিল যে, তাদেরকে তিন দিনের যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা যেন কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত উবাদা বলেন- না, এক মিনিটও তোমাদের ছাড় দেওয়া হবে না বা সময় বাড়ানো হবে না। এরপর হযরত উবাদা নিজ তত্ত্বাবধানে তাদেরকে দেশান্তরিত করেন এবং তারা সিরিয়ার একটি গ্রামের খোলা ময়দানে বসবাস শুরু করে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৮৭)

হযরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার নিকট থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ব্যস্ততা অনেক বেশি ছিল, তাই মুহাজেরদের মধ্য থেকে কেউ যখন মহানবী (সা.)-এর সেবায় উপস্থিত হতো, তখন তিনি (সা.) তাকে কুরআন শিখানোর জন্য এই বলে আমাদের মধ্য থেকে কারো উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন যে, তাকে নিয়ে যাও এবং কুরআন শিখাও আর পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও প্রদান কর। তিনি (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) এক ব্যক্তির দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেন। সেই ব্যক্তি আমার সাথে আমার ঘরেই থাকতো এবং আমি তাকে নিজ পরিবারের সাথে খাবার খাওয়াতাম এবং তাকে কুরআন শিখাতাম। যখন সে নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যাচ্ছিল তখন সে ভাবলো, তার উপর আমার অধিকার বর্তায় অর্থাৎ, আমার ঘরে থাকার কারণে, এত সেবা করার কারণে এবং কুরআন শিখানোর কারণে তার উপর আমার কিছু অধিকার বর্তায়। এ কারণে সে আমাকে একটি ধনুক উপহারস্বরূপ প্রদান করে (তীর ধনুকের একটি ধনুক উপহার দেয়)। তিনি বলেন, সেটি এত উন্নত মানের ধনুক ছিল যে, এর চেয়ে ভালোকাঠ এবং নম্যতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ধনুক এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হই এবং এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়ে গেছে, এটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি (সা.) বলেন, এটি তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে একটি অঙ্গারস্বরূপ, যা তুমি ঝুলিয়েছো। অর্থাৎ, এই যে উপহার তুমি গ্রহণ করেছ, এটি সে এ কারণে দিয়ে গেছে যে, তুমি তাকে কুরআন পড়িয়েছ আর এভাবে তুমি আগুন নিয়েছ যা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছ।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

আরেকটি রেওয়ায়েত হলো- হযরত উবাদা বিন সামেত বর্ণনা করেন যে, আমি সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে কুরআন পড়িয়েছি এবং লিখতে শিখিয়েছি। এজন্য তাদের একজন উপহারস্বরূপ আমার কাছে একটি ধনুক প্রেরণ করে। আমি ভাবলাম, এটি তো কোন সম্পদ নয় আর কোন বস্তুও নয় কিংবা সোনা রুপা আর অর্থকড়িও নয়। আমি এটি দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে তিরন্দাজী করব। এটি তো কেবল একটি ধনুক যা আমার কোন কাজে আসবে। কখনো যদি জিহাদের সুযোগ আসে, তখন তিরন্দাজীর সুযোগ লাভ হবে আর আল্লাহ্‌র পথেই এটি ব্যবহৃত হবে। যাহোক তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌(সা.) এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন- যদি তুমি আগুনের বেড়ি পরিধান করা পছন্দ কর, তাহলে তা গ্রহণ কর। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারত, হাদীস-২১৫৭)

অর্থাৎ যদি তুমি চাও যে, আগুনের একটি বেড়ি তোমার গলায় পরানো হোক তাহলে ঠিক আছে, তা নিয়ে নাও। হাদিসের ভাষ্যকারগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে আসলেও সাদৃশ্যপূর্ণ এই রেওয়ায়েতের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন যে, সেই ধনুকটি ছিল কুরআন পড়ানোর প্রতিদান হিসেবে যা মহানবী (সা.) অপছন্দ করেছেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র কুরআন পড়ানোকে যারা আয়ের মাধ্যম বানিয়ে নেয় তাদের জন্যও এতে দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

হযরত রাশেদ বিন হুয়েশ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা মহানবী (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেতের শুশ্রূষার জন্য তার কাছে যান যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, তোমরা কি জান আমার উম্মতের শহীদ কারা? মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। মহানবী (সা.) এসেছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেতের শুশ্রূষার জন্য। সেখানে তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে যে, আমার উম্মতের শহীদ কারা। মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে থাকলে হযরত উবাদা তাদেরকে বলেন, আমাকে বসতে সাহায্য কর। সুতরাং মানুষ তাকে বসিয়ে দেয়। হযরত উবাদা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে, শহীদ কারা? যারা সাহসিকতা ও অবিচলতার সাথে লড়াই করে এবং পুণ্যের আশা রাখে তারা শহীদ। মহানবী (সা.) বলেন, যদি শুধুমাত্র এতটাই হয়ে থাকে তাহলে তো আমার উম্মতে শহীদদের সংখ্যা স্বল্পই থেকে যাবে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শাহাদত, প্লেগের কারণে মৃত্যু বরণও শাহাদত, যখন মহামারির প্রাদুর্ভাব হয়, কোন মু'মিনও যদি তাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আর সে উত্তম মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে তা শাহাদত। অতঃপর পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করাও শাহাদত আর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করাও শাহাদত। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণকারী মহিলাকে তার সন্তান নিজ হাতে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৯২

অর্থাৎ এমন মহিলা যে সন্তান জন্মদানের সময় রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুবরণ করে, অথবা এই সময়কালে রক্তক্ষরণের এই অবস্থা চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে, এই সময়কালেও এই কারণে বা দুর্বলতার কারণে যদি মৃত্যুবরণ করে, অর্থাৎ সন্তান জন্মদানের কারণে যদি মারা যায়, তাহলে তাকেও তার সন্তান টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে অর্থাৎ সন্তানই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে।

সহীহ বুখারীতে যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা আমি উল্লেখ করেছি আর তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি রেওয়ায়েতও পাওয়া যায়, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তি শহীদ। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী, মাটিতে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় শাহাদত বরণকারী।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৮২৯)

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এর জন্য প্লেগকে একটি নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নিদর্শন এটি ছিল যে, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এর মান্যকারী এবং সত্যিকার অর্থে তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর এর আক্রমণ হবে না। তাই এখানে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু সর্বত্র যদি এক মহামারী ছড়িয়ে থাকে এবং একজন মু'মিন তথা পূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি যদি এই কারণে মারা যায়, তাহলে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, সে শহীদ।

ইসমাইল বিন উবায়েদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদা হযরত আবু হুরায়রাকে বলেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি তখন আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন না যখন আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলাম। আমরা তাঁর হাতে এই শর্তে বয়আত করেছিলাম যে, নিরলসভাবে ও আলস্যে, তথা সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব এবং মান্য করব। স্বাচ্ছন্দ হোক দারিদ্রতা, উভয় অবস্থায় খরচ করব। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখব। আল্লাহ্‌ তাবারক ও তা'লা সম্পর্কে সঠিক কথা বলব এবং এ বিষয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপ করব না। আর মহানবী (সা.)-এর মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনে তাঁকে সাহায্য করব এবং নিজ প্রাণ ও স্ত্রী-সন্তানের বিনিময়ে হলেও তাঁকে রক্ষা করবো। এ সমস্ত বিষয় এমন ছিল, যে শর্তে আমরা বয়আত করেছিলাম আর যার বিনিময়ে আমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

অতএব এই ছিল মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আতের শর্ত যা মেনে আমরা বয়'আত করেছিলাম। যে এটি ভঙ্গ করে, সে নিজের ক্ষতি সাধন করে। যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূর্ণ করবে যা মেনে আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর বয়'আত করেছিলাম, আল্লাহ্‌ তা'লা এই বয়'আতের কারণে মহানবী (সা.) মাধ্যমে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করবেন।

হযরত মুয়াবিয়া একবার হযরত উসমান গণি (রা.)-কে এক চিঠিতে লিখেন যে, হযরত উবাদা বিন সামেত এর কারণে সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীরা আমার বিপক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এখন হয় আপনি উবাদাকে আপনার কাছে ডেকে নিন অথবা আমিই তার ও সিরিয়ার মধ্য হতে সরে দাঁড়াই, অর্থাৎ আমি এখান হতে চলে যাই। হযরত উসমান (রা.) লিখেন যে, আপনি হযরত উবাদা (রা.)-কে বাহনে চড়িয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় তার নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। সুতরাং হযরত মুআবিয়া তাকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে যান। হযরত উবাদা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে তার বাড়িতে যান যেখানে এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেউ ছিল না, অর্থাৎ যিনি সাহাবীদের পেয়েছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে তিনি ঘরের একটি কোণায় বসা অবস্থায় পান। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) তার দিকে তাকান এবং বলেন, হে উবাদা বিন সামেত! আপনার এবং আমাদের মধ্যকার বিষয়টি কী? তখন হযরত উবাদা (রা.) মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার পর এমন লোকেরা তোমাদের শাসক

হবেন, যারা তোমাদের এমন কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে যেগুলোকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং এমন কাজকে তোমাদের অপছন্দ করতে বলবেন, যেগুলোকে তোমরা ভালো মনে কর। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে তার কোনও আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করো না।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৪-৫৬৫)

কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে মতানৈক্য হতে পারে। হযরত আমীর মুআবিয়া এবং হযরত উবাদা বিন সামেত এর মাঝেও এ ধরনের কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতো। গত খুতবায়ও এটি উল্লেখ হয়েছিল যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগেও একবার এমনটি হয়েছিল আর হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) যেহেতু প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর ধর্মের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়াদি তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি শুনেছেন তাই তিনি এগুলোর উপর খুব কঠোরভাবে নিজে আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও আমল করাতেন আর বলতেন যে, এটিই সঠিক। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন হযরত আমীর মুআবিয়ার সাথে তার অর্থাৎ হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)-এর কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আমীর মুআবিয়াকে বলেন, তুমি তাকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, তিনি যেসব মাসায়েল (ধর্মীয় বিধি-নিষেধ) বর্ণনা করেন তা তাকে করতে দাও আর তিনি যখন মদিনায় আসলেন তখন তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-১৮)

কিন্তু হযরত উসমানের যুগে যখন পুনরায় এ বিষয়টি সামনে আসে, তখন হযরত উসমান (রা.) তাকে সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে আনেন। মোটকথা হযরত উবাদা (রা.)-এর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি বেশ কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তিনি নিজে সেগুলো বুঝতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শোনার কারণে তিনি কখনো দ্বিমত পোষণ করতেন আবার কিছু কিছু বিষয় বলেও দিতেন। যেমন লেনদেন, বিনিময় বা ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। যাহোক, এটি ব্যাপক একটি বিষয় যা এখন এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমীর মুআবিয়ার সাথে এবিষয় নিয়েও তার মতবিরোধ হয়েছিল। যাহোক তার কাছে কিছু যুক্তি-প্রমাণ ছিল আর তিনি সে অনুযায়ী নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমীর মুআবিয়া নিজস্ব ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। কিন্তু কুরআন-হাদীসের বর্ণনা এবং বর্তমান যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট দলিল প্রমাণ ব্যতীত এভাবে মতবিরোধ করে বেড়ানো সবার কাজ নয়। মনে রাখতে হবে, নীতিগত বিষয় যা একান্ত জরুরী এবং তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না, তার মাঝেই থাকতে হবে। অতএব এটিই প্রত্যেক আহমদীর নিজ দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। এছাড়া আনুগত্যের গণ্ডিতেও থাকতে হবে।

হযরত আতা বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর পুত্র ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার পিতা অর্থাৎ হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর মৃত্যুকালে কী ওসীয়্যত ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত উবাদা (রা.) আমাকে ডেকে বলেন- হে আমার পুত্র! খোদা তা'লাকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া তুমি ততক্ষণ অবলম্বন করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনবে, অর্থাৎ ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, আর সর্বপ্রকার ভাল-মন্দের তকদীরের প্রতি ঈমান না আনবে। সুতরাং তুমি যদি এগুলো ছাড়া অন্য কোন বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি (দোযখের) আগুনে প্রবেশ করবে।

(সুনানুততিরমিযি, আবওয়াবুল কদর, হাদীস-২১৫৫)

হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.) এর ঘরে আসতেন, যিনি হযরত উবাদা বিন সামেত এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁকে (সা.) খাবার খাওয়াতেন। একবার মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম (রা.) এর ঘরে আসলে তিনি তাঁকে (সা.) আহার করান এবং মহানবী (সা.) এর মাথা দেখতে শুরু করেন ও মাথায় বিলি কাটতে আরম্ভ করেন। এতে মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হন। হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার চেহারায় এমন মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের এমন কিছু মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয় যারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হয়েছে। সামুদ্রিক সফর তারা এমন অবস্থায় করছে যেন তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্ অথবা বলেন, সেসব বাদশাহ্র ন্যায়, যারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে। কোন শব্দ তিনি (সা.) বলেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনাকারী নিশ্চিত ছিলেন না। যাহোক, উম্মে হারাম (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারামের জন্য দোয়া করেন। এরপর মহানবী (সা.) স্বীয় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (সা.) আবার মুচকি হেসে জাগ্রত হন। উম্মে হারাম বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার চেহারায় এমন মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের কিছু মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) প্রথমোক্ত কথা যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম,হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তো পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। হযরত উম্মে হারাম মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এর যুগে সামুদ্রিক সফরে অংশ নেন এবং যখন তীরে আসেন, তখন নিজ বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

(সহী আল বুখারী, কিতাবু জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-২৭৮৮-২৭৮৯)

মহানবী (সা.) উম্মে হারামের ঘরে যেতেন। কেননা তার সাথে মহানবী (সা.)-এর 'মাহরাম' সম্পর্ক ছিল। এমন নয় যে, তিনি (সা.) পরস্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, উম্মে হারাম মিলহান ইবনে খালেদ এর মেয়ে। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আনাস এর খালা ছিলেন এবং তার মা উম্মে সুলায়েমের বোন। তারা উভয়ে অর্থাৎ উম্মে হারাম এবং উম্মে সুলায়েম দুধের সম্পর্কের দিক থেকে বা কোন আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর খালা ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৩১)

ইমাম নববী লিখেছেন যে, সব আলেমদের ঐক্যমত হলো, উম্মে হারাম মহানবী (সা.) এর মাহরাম ছিলেন(অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ অবৈধ)। তাই মহানবী (সা.) নিঃসংকোটে কখনো কখনো দুপুর বেলা তার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু কীভাবে 'মাহরাম' ছিলেন সেটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মাহরাম ছিলেন- একথা সবাই মানে কিন্তু কোন ধরনের সম্পর্কের দিক থেকে মাহরাম ছিলেন, এটি নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করেছেন।

(আল মিনহাজ বেশারাহ সহী মুসলিম, হাদীস-১৯১২)

যাহোক, কেউ কোন সম্পর্কের দিক থেকে মাহরাম বলেছেন আবার কেউ ভিন্ন সম্পর্কের দিক থেকে। হযরত উম্মে হারাম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.) এর পবিত্র হাতে বয়আত করেন আর হযরত উসমান যুন্নুরাইন এর যুগে তিনি তার স্বামী উবাদা বিন সামেতের সাথে (যিনি আনসারদের মধ্যে হতে খুব সম্মানিত একজন সাহাবী ছিলেন, যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে,) আল্লাহ্র পথে তার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। মহানবী (সা.) যে রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) দেখেছিলেন, তদনুযায়ীই তার শাহাদাত হয়।

বুখারীর ব্যাখ্যা-পুস্তক উমদাতুল ক্বারী এবং বুখারীর আরেকটি ব্যাখ্যা-পুস্তক ইশাআতুস সারি'তে লেখা আছে যে, হযরত উম্মে হারামের মৃত্যু ২৭ থেকে ২৮ হিজরীতে হয়েছে। কারো কারো মতে তাঁর ইন্তেকাল আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে হয়েছিল। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ আর তার জীবনী রচয়িতাগণও সেটিই বর্ণনা করেছেন, যে সামুদ্রিক যুদ্ধে হযরত উম্মে হারাম ইন্তেকাল করেছেন তা হযরত উসমানের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল। মুআবিয়ার যুগ বলতে হযরত মুআবিয়ার শাসনকাল বুঝায় না, বরং এর দ্বারা সেই সময়কে বুঝানো হয়েছে যখন হযরত মুআবিয়া রোমের বিরুদ্ধে একটি সামুদ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে হযরত উম্মে হারামও নিজের

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

## যুগ খলীফার বাণী

**আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)**

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

স্বামী হযরত উবাদা বিন সামেতের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।সেই সামুদ্রিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই হযরত উম্মে হারাম ইন্তেকাল করেছিলেন। আর এই ঘটনা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ঘটেছিল।

(উমদাতুল ক্বারী শারাহ বুখারী, খণ্ড-১৪, পৃ: ১২৮) ( ইরশাদ আসসারী শারাহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩০, দারুল ফিকর বেরুত, ২০১০)

জানাদা বিন আবু উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা যখন হযরত উবাদার নিকট যাই, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আপনি আমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনে থাকবেন, যেন আল্লাহ্ তালা আপনাকে কল্যাণ দান করেন। তিনি বলেন মহানবী (সা.) আমাদেরকে ডাকেন আর আমরা তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করি। যেসব বিষয়ের ওপর তিনি (সা.) আমাদের বয়আত গ্রহণ করেন, সেই বিষয়গুলো হলো- আমরা এই কথায় বয়আত গ্রহণ করছি যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে বা সাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও শুনব আর আনুগত্য করব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য শাসকদের সাথে লড়াই করব না, তবে প্রকাশ্য কুফর ব্যতিরেকে, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফিতন, হাদীস-৭০৫৫-৭০৫৬)

অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কুফরি করতে যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও যথাযথ এখতিয়ার বা কর্তৃত্ব লাভ হলে তখন। সাহাবী বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদা বিন সামেত-এর কাছে যখন যাই তখন তিনি মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে ছিলেন। আমি বিলাপ আরম্ভ করি। তিনি বলেন, থাম, কাঁদছ কেন? আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব এবং যদি আমাকে সুপারিশ করার আধিকার দেওয়া হয় তবে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি তোমার উপকার সাধন করব। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছ থেকে শোনা সেই সমস্ত হাদীসই আমি বর্ণনা করেছি যেগুলোতে তোমাদের জন্য মঙ্গলের বাণী রয়েছে, শুধুমাত্র একটি হাদীস ব্যতিরেকে যা আজ মৃত্যুশয্যায় আমি তোমাদেরকে বলে যেতে চাই। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে উপাসনার যোগ্য আর কোন সত্তা নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লা আগুনকে হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি মুসলমান। (সহী মুসলিম,কিতাবুল ঈমান, হাদীস-২৯)

আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা উন্নীত করুন, যারা এমন সব কথা আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যা আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের ব্যবহারিক জীবন যাপনের জন্যও অত্যন্ত আবশ্যক।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি চারণ করতে চাই এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়াব। এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন সাঈদ সূকিয়া সাহেব যিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সংবাদ বিলম্বে পৌঁছানোর কারণে তার জানাযাও দেরিতে পড়ানো হচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন । মরহুম সিরিয়া জামা'তের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং প্রবীণ সদস্যদের একজন ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন খতম করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আরবি ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম ও শুদ্ধ ভাষায় কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী ছিলেন। অধিকাংশ আহমদীদের তিনি কুরআন পাঠের সঠিক নিয়ম শিখাতেন। মোহতরম মুনীরুল হুসনি সাহেব তার ওপর অনেক ভরসা করতেন। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলেও উকিলের পেশা তার পছন্দ ছিলনা। এজন্য তিনি শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন এবং এরপর পুরো দেশে বিশিষ্ট শিক্ষকদের একজন বলে তাকে গণ্য করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং হেডমাস্টারের পদ পর্যন্ত তার পদন্নোতি হয়। মরহূমের তবলীগ করার প্রবল স্পৃহা ছিল। সবাইকে তবলীগ করতেন। কয়েক বছর পূর্বে যখন আরবী ডেস্ক-এর পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুস্তাকাদি পুনঃমুদ্রণ করা হয় অর্থাৎ অনুবাদ করে প্রচার করা হয় তখন তিনি সবগুলো পাঠ করেন, অর্থাৎ যেগুলোর অনুবাদ হয়েছিল, আর বলতেন যে, এত দীর্ঘকাল আহমদী থাকার পর এখন আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলে কী বলে গেছেন। এখন প্রথমবারের মতো আমি জামা'তের অন্তর্নিহিত মর্ম জেনেছি। এখন আমি প্রকৃত ইসলাম-আহমদীয়াত সম্পর্কে নতুনভাবে জ্ঞান অর্জন করছি। তার উত্তম চরিত্র আর সামাজিকতা এবং উদারতা ও আত্মাভিমান আর আত্মসম্মানবোধ এবং কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই অন্যদের সাহায্য করার গুণাবলী সম্পর্কে তাকে যারা জানে তাদের সবাই উল্লেখ করেছে এবং তারা এতে বেশ প্রভাবিত ছিল। আর তার পরিচিত সবার তার এসব গুণাবলীর কারণেই তার প্রতি ভালোবাসা ছিল। নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। সন্তান-বৎসল পিতা এবং নিষ্ঠাবান স্বামী ছিলেন। তার বন্ধুত্বের গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল। নামায এবং ইবাদতে নিয়মিত ছিলেন। যখনই কোন অর্থ পেতেন, তার চাঁদা আদায় করতেন। অনেক সময় নিজের পুরো টাকাই চাঁদা হিসেবে দান করে দিতেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ সাহেব এবং কনিষ্ঠ পুত্র জালাল উদ্দিন সাহেব আহমদী। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা এবং ক্ষমার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তানদের পক্ষে তার দোয়া সমূহ কবুল করুন এবং অন্যান্য সন্তানদেরও সত্য চেনার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, তিউনিসিয়ার মোকাররম আত্তৈয়্যব আল উবায়দি সাহেবের। গত ২৬ জুন তারিখে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি নিজ গ্রামে একমাত্র আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, জামা'ত, যুগ ইমাম ও খিলাফতের গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজের প্রায় পুরো জীবন বিভিন্ন মসজিদে অতিবাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। অনেক বেশি যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। জামা'তের পরিচয় লাভের পর বিলম্ব না করে কেন্দ্রে পৌঁছেন এবং তৎক্ষণাৎ বয়আত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবিতার অনুরাগী ছিলেন। জুমুআর নামায আদায়ের জন্য প্রায় পাঁচ ঘন্টা রেল গাড়িতে সফর করে কেন্দ্রে যেতেন। অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো তাকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত করাতেন। নিজের পরিবার এবং সমাজের পক্ষ থেকে তার ওপর অনেক চাপ ছিল। কিন্তু তিনি তার ঈমানে দৃঢ়চিত্ত থাকেন। বয়আতের প্রথম দিনেই উদার মনে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। তিনি যখন ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন সাথে সাথেই ওসীয়্যত করেন। যুবকদের আর্থিক কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ করতেন আর বলতেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে আমার ধনসম্পদে অনেক বরকত সৃষ্টি হয়েছে। মরহুম বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। জামা'ত এবং খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও কৃপা এবং মাগফিরাতের আচরণ করুন আর তার দোয়া এবং নেক ইচ্ছা সমূহ তার সন্তানসন্ততি ও নিকটাত্মীয়ের পক্ষে কবুল করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো, শ্রদ্ধেয়া আমাতুশ্ শকুর সাহেবার, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কন্যা ছিলেন। এদিক থেকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর প্রপৌত্রি ছিলেন আর নানা বাড়ির দিক থেকে হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) এবং হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে গ্রহণ করেন। এরপর লাহোর থেকে বিএড করেন। তার দু'বার বিয়ে হয়। প্রথমে তার বিয়ে হয়েছিল নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র শাহেদ খান সাহেবের সাথে। এই ঘরে তার সন্তানদের মধ্যে রয়েছে দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। তার এক ছেলে আমের আহমদ খান ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং বর্তমানে তাহরীকে জাদীদে কাজ করছেন। বর্তমানে তার দু'জন দৌহিত্রও জামেয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করছে। তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল ডাক্তার মির্যা লাইক সাহেবের সাথে। এই ঘরে কোন সন্তানাদি নেই। তিনি জামা'তের বড় কোন পদে খিদমতের সুযোগ পান নি ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে জামা'তের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা

শেষাংশ ৯ পাতায়...

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।**

**(সুনান সঈদ বিন মনসুর)**

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

## যুগ খলীফার বাণী

**নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।**

*(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)*

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

# জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর বরকতময় উপস্থিতি এবং ভাষণ।

(শেষাংশ)

সিরিয়ার প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমি অস্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রীর এই মন্তব্যের সঙ্গে ঐক্যমত যে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই পরম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কারণে বৃহত শক্তিগুলিকে সিরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখা উচিত এবং এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এমন অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহায়তাও অর্জন করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, স্মরণ রাখতে হবে যে ইতিবাচক পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব যখন বৃহত্তর স্বার্থের কারণে ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং সকল ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি অবলম্বন করা হয়। যেরূপ আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইসলাম বলে যে, ন্যায় নীতি হল সেই ভিত্তি যার উপর শান্তির সৌধ নির্মিত হয়। সুতরাং আমাদেরকে সময়ের আকস্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কয়েক বছর যাবৎ আমি সতর্ক করে আসছি যে, পৃথিবী আরও একটি বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এখন অন্যান্য আরও অনেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। বস্তুতঃ অনেক বিশিষ্ট জনেরা একথা বলা আরম্ভ করেছে যে, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। তথাপি আমি এখনও মনে করি যে, এই যুদ্ধকে থামানোর জন্য আমদের হাতে কিছু সময় আছে। কিন্তু এর জন্য ন্যায় নীতি অবলম্বন করা এবং নিজেদের বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যক। এরপূর্বে আমি বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে অর্থ সরবরাহ করা বন্ধ করার বিষয়ে বলেছি। কিন্তু এখনও একথা বলা যেতে পারে না যে, এ প্রসঙ্গে সমস্ত চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিককালের গবেষণামূলক প্রতিবেদন যা ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, দাঈশ ইরাকের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে নীলামী থেকে বিশাল অঙ্কের আমেরিকান ডলার অর্জন করেছে। ইরাককে এই ডলার আমেরিকার ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা প্রশাসন এবিষয়টি সম্পর্কে অন্ততপক্ষে ২০১৫ সালের জুন মাসে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, বৃহত শক্তিগুলি এই ব্যবসা সম্পর্কে অনেকপূর্বেই অবগত ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এছাড়াও তেল বিক্রয় সম্পর্কে সকলে এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, বিভিন্ন সংগঠন এমনকি কিছু সরকারও দাঈশ-এর কাছ থেকে তেল ক্রয় করছে। এই ব্যবসা কেন বন্ধ করা হয় নি? এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নি? বোঝা গেল যে, যখন তেল অর্জন করার বিষয় আসে তখন সমস্ত নৈতিকতাকে উপেক্ষা করা হয়। এই বিষয়টিকে লন্ডনের কিংগস কলেজের প্রফেসর লেফ ওয়েনার সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক পত্রে বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন যে, পৃথিবী তেল অর্জন করার জন্য যাবতীয় অন্যায় -অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশ দাঈশ থেকেও তেল ক্রয় করেছে এবং সুডান থেকেও করেছে , যেখানে মানবাধিকারকে পদদলিত করা হয়েছে। 'সহিংসতার ফলে মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না'- এই বিষয়টি বানিজ্য বাজারের এই মৌলিক নীতির পরিপন্থী ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি ইরাকের এনার্জি ইনস্টিউট -এর প্রেসিডেন্ট একটি গবেষণাপত্রে বর্ণনা করেন, দাঈশ কিভাবে তেল বিক্রয় করে। তিনি লেখেন, ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে আম্বার প্রদেশ থেকে আদান প্রদেশ তেল পাঠানো হয়, এবং কুর্দিস্তানের মাধ্যমে, ইরান ও মসুলের হয়ে তুর্কি এবং সিরিয়ার স্থানীয় বাজারেও বিক্রয় করা হয়। অনুরূপভাবে ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলেও বিক্রয় করা হয়, যেখানে এর অধিকাংশ স্থানীয়ভাবে রিফাইন করা হয়। এই সব দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কেই অন্ধকারে রয়ছে , এমন যুক্তি ধোপে টিকবে না। এই কারণে যখন দাবী করা হয় যে, সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তখন বাস্তব এই দাবীর সত্যতাকে অস্বীকার করে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রেখে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায়-নীতি আছে? এটি কিভাবে দাবী করা যেতে পারে যে, সততা এবং বিশ্বস্ততাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনুরূপভাবে সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের প্রসার প্রসঙ্গে মিডিয়ায় একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন অনুসারে গত বছরে আমেররিকা ৪৬.৬ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র বিশ্ব বাজারে বিক্রয় করেছে যা পূর্বের বছরের থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার অধিক ছিল। এই প্রতিবেদনগুলিতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই অস্ত্র অধিকাংশই সেই সব দেশে বিক্রয় করা হয়েছে, যেগুলি মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। আর এইভাবে তারা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়ামানের যুদ্ধে আরও ইন্ধন জুগিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এমন ব্যবসা চলতে থাকে, তবে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় নীতি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আমি যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, এগুলি প্রায় সকলেই জানেন। আর এগুলি বিশিষ্ট গবেষক ও পর্যবেক্ষকদের মতামত সম্বলিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে এবং জাতি সমূহের মধ্যে ন্যায় নীতি বলবৎ করা সম্ভব হয়, পৃথিবীতে আমরা প্রকৃত শান্তির আশা করতে পারি না। ন্যায় নীতি ছাড়া দাঈশ এবং তাদের গোত্রের অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে পরাস্ত করার চেষ্টা শুধু সময়ের অপচয়। কিন্তু যদি পৃথিবী এই বার্তার প্রতি মনোযোগ দেয়, ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সন্ত্রাসীদেরকে অর্থ সরবরাহ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে আমি মনে করি , সন্ত্রাসবাদের জাল অচিরেই আমরা বিদীর্ণ হতে দেখব।একজন অবসর প্রাপ্ত মার্কিন সেনাপতির বিবৃতি ঠিক এর উল্টো, যিনি বলেছিলেন দাঈশের বিরুদ্ধে দশ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অবশেষে আমি বলতে চাই যে, আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীবাসী নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করে এবং তাঁকে সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক জ্ঞান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ন্যায় নীতি জয়যুক্ত হতে পারে না। শুধু তাই নয় বরং পৃথিবী এক ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের সম্মূখীন হবে যার পরিণাম আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভোগ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার দোয়া হল এই যে, পৃথিবী যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে। আমি দোয়া করি, আমরা যেন মানবতার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে নিজেদের ভুমিকা পালন করতে পারি এবং আমি এও দোয়া করি যে, প্রকৃত শান্তি যা ন্যায় নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে, তা যেন পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বলে আমি আরও একবার আপনারা অতিথিদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা আজ এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের উপর স্বীয় কল্যাণ বর্ষিত করুন আমীন। অসংখ্য ধন্যবাদ॥

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

**(সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।**

***(সুনান ইবনে মাজা)***

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat AhmadiyyaBilaspur (Chhattisgarh)

লাজনা ইমাইল্লাহর বিভিন্ন বিভাগে তার কাজ করার সুযোগ হয়েছে আর যারা তার সম্পর্কে লিখেছেন তাদের প্রত্যেকেই একথা লিখেছেন যে, একান্ত সহযোগিতা এবং বিনয়ের সাথে তিনি আমাদের সাথে কাজ করতেন। লেখাপড়া এবং কাজের প্রতিও তার আগ্রহ ছিল। তিনি হযরত আম্মাজানের জীবনচরিতও লিখেছেন। এরপর দ্বিতীয় আরেকটি পুস্তক নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা সম্পর্কেও লিখেছেন "মোবারেকা কি কাহানী মোবারেকা কি যবানী" (অর্থাৎ, মোবারেকা বেগমের ভাষায় মোবারেকার কাহিনী)। এরপর তিনি তৃতীয় আরেকটি বইও রচনা করেন যার পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতির কারণে প্রকাশিত হয় নি, যা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর সহধর্মিণী হযরত বু'যয়নব সাহেবা (রা.)-এর জীবনী ও জীবনচরিত সম্পর্কিত। অতএব তার এই তিনটি পুস্তকও রয়েছে, যা লাজনাদের জন্য খুবই ভালো এক সাহিত্য।

তার দৌহিত্রী মালাহাত বলেন, আমার নানী সর্বদা একথা বলতেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছিলেন, সর্বদা হাসতে থাকো, কেননা এটি সদকা স্বরূপ। তিনি বলেন, তাই আমি তাকে দেখেছি, জীবন সায়াহ্নের অসুস্থতার সময়ও অন্যদের দিকে হাসিমুখে তাকাতেন আর কষ্টের মাঝেও তার মুখে হাসি লেগেই থাকতো। তার অনেক কষ্টদায়ক ব্যাধি ছিল। অবশেষে জানা যায় যে, তার ক্যানসার হয়েছে। কিন্তু পরম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের সাথে তিনি তা সহ্য করেছেন। একথা সর্বদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রা.)-ই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একান্ত ধৈর্যের সাথে সকল কষ্ট সহ্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তান এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সর্বদা খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার তৌফিক দান করুন, আমীন। আরেকটি কথা রয়ে গেছে, আজ যেহেতু খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে তাই জুমুআ এবং আসরের নামায জমা হবে।

**********

## জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

**(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)**

## জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

**২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।**

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

### যুগ খলীফার বাণী

**জাগতিক কামনা-বাসনার শির্ক এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন আছে।**

*(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, এছাড়া আর কি-ই বলা যেতে পারে? দার্শনিক নামে অভিহিত হয়ে নাস্তিক এবং পৌত্তলিকে পরিণত হওয়াকেই কি তারা গর্বের বিষয় বলে মনে করে? ওহী ও ইলহাম ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার লুকোনো শক্তি কখনই নিজের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ করে না। ওহী এবং ইলহাম রূপেই সেগুলির জ্যোতির্বিকাশ ঘটে।

## বুদ্ধিমান সেই, যে- নবীকে চিনতে পারে

খোদা তা'লা নিজ কৃপা এবং 'রহমানিয়্যত' (করুণা) গুণের কারণে পৃথিবীতে নবীদের প্রেরণ করেছেন। সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নবীকে চিনতে পারে। কেননা সে খোদাকে চিনতে পারে আর নির্বোধ সেই, যে-নবীকে অস্বীকার করে। নবুয়্যতকে অস্বীকার করা খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। যে ব্যক্তি ওলীকে চিনতে পারে, সে নবীকে চেনে। ভিন্ন বাক্যে বলা যেতে পারে, নবীরা হলেন এমন লৌহ কিলকের ন্যায় যারা খোদা তা'লার অস্তিত্বের অনুকুলে সমর্থন জোগায় আর ওলী বা সাধকরা অনুরূপ ভূমিকা পালন করে নবীদের সপক্ষে। এখন একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করে দেখ! আল্লাহ্ তা'লা তেরোশ' বছর পূর্বে আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে এই ধর্মের সূচনা করেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হয়ে পনেরোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আর্য (সমাজী), ব্রহ্মবাদী, প্রকৃতিবাদী, নাস্তিক বা খৃষ্টানদের সামনে এই ধর্মের কথা বর্ণনা করলে তারা এটি নিয়ে উপহাস করে। ধর্মের এমন বিপন্নতার মুহূর্তে, যখন কিনা একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটছে আর অপরদিকে মানুষের প্রকৃতিতে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর বিভিন্ন দলাদলি এবং ধর্মের আধিক্য দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের সামনে সেই সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করা এবং মানুষকে ধর্ম গ্রহণের জন্য আশ্বস্ত করা দুরূহ বিষয় হয়ে পড়েছিল। মানুষ ইসলাম এবং এর দ্বারা উপস্থাপিত শিক্ষাকে কেচ্ছা কাহিনীর থেকে বেশি গুরুত্ব দিত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ। (অর্থাৎ আমরা এই যিকর (কুরআনকে ) অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষার বিধান করব।) (সূরা হিজর, আয়াত:১০)এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কুরআন এবং ইসলামকে রক্ষা করার দয়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, এবং মুসলমানদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। অতএব, ধন্য সেই সমস্ত মানুষ, যারা এই প্রতিষ্ঠানকে মূল্য দেয় এবং এর থেকে উপকৃত হয়। বস্তুতঃ, একথা ঠিক যে প্রমাণের অভাবে মূহুর্তের মধ্যেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, এমনকি স্বধর্মের অনুসারীরাও কুরআন এবং ইসলামকে কেচ্ছা-কাহিনী ভেবে পরিত্যাগ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি একটি কক্ষ থেকে কোনও শব্দ শোনা যায়, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি ধরে নিবে ভিতরে অবশ্যই কোনও মানুষ আছে। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি লক্ষ্য করে দেখবে যে তিন-চার দিনেও কেউ বাইরে আসছে না, তখন তার প্রাথমিক ধারণা পাল্টে যেতে থাকবে। সে ভিতরে প্রবেশ না করেই উপলব্ধি করবে যে মানুষ থাকলে খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন হত, অবশ্যই বাইরে আসত। অনুরূপভাবে দর্শন ও পার্থিব জ্ঞানের যুগে নবুয়্যতের জ্যোতি ও কল্যাণরাজি যদি না ঐশী বাণী রূপে প্রকাশ পেত, তবে মুসলমানদের সন্তানেরা মুসলমান পরিবারে থেকেও ইসলাম এবং কুরআনকে কেচ্ছা-কাহিনী ও রূপকথা মনে করত, ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই থাকত না, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এইভাবে ইসলামের বিলুপ্তির ধারা সূচিত হত। কিন্তু না! আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান এবং প্রতিশ্রুতি পুরণের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ কেনই বা এমনটি হতে দিত? যেভাবে আমি কিছুক্ষণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দান করেছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (অর্থাৎ আমরা এই যিকর (কুরআনকে ) অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষার বিধান করব।) (সূরা হিজর, আয়াত:১০) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫১)

### যুগ খলীফার বাণী

**প্রকৃত সফলতা লাভ এবং জীবনের স্বার্থকতা পূরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী।**

*(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)*

**Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)**

পেত। আমার স্ত্রী বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। হুযুর আনোয়ার তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা হুযুর আনোয়ারকে জানাই যে আমাদের ছেলে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ইচ্ছে, বড় হয়ে সে একজন সফল মুবাল্লিগ ও উৎসর্গিত জীবন হোক। হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁর ছেলেকে সম্বোধন করে বলেন, 'একাদশ শ্রেণীতে পৌঁছনোর পর যদি মুবাল্লিগ হওয়ার ইচ্ছে থাকে, তবে অবশ্যই মুবাল্লিগ হবে। পিতা-মাতার চাপে পড়ে নয়, বরং তুমি কি হতে চাও তা নিজে সিদ্ধান্ত নিবে। ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তার হও। এটি তোমার নিজের পছন্দের বিষয়।

সাবা রউফ সাহেবা সপরিবারে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'হুযুর আনোয়ারের অফিসে প্রবেশ করা মাত্রই আমার দৃষ্টি যখন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর পড়েছে, তখন থেকে আমার হৃদয়ে এক প্রকার বিগলন সৃষ্টি হয়েছে। হুযুর আনোয়ারকে কিছুই বলতে পারি নি। তিনি প্রথমে স্নেহবশতঃ আমার ছেলের মাথায় হাত রাখেন। এরপর আমাকেও কাছে ডেকে একজন সন্তান-বৎসল পিতার মত স্নেহমাখা হাতের পরশ দিয়ে ধন্য করেন। আমি সেই দৃশ্যটিকে কোনওমতেই বলে বোঝাতে পারছি না। চোখের সামনে সেই দৃশ্যটি ভেসে উঠলেই আমার অশ্রু কোনও বাধা মানে না। মনে হচ্ছিল, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে সময় যেন থমকে গিয়েছে, আর খোদা তা'লা আমাদের মধ্যে এক নতুন আত্মা ফুৎকার করেছেন। প্রিয় ইমামের সাক্ষাতলাভের যে দীর্ঘলালিত বাসনা ছিল, তা আজ পূর্ণ হল।

ভদ্রমহিলার পনেরো বছরের কন্যা নুরুল ইরফান রাব্বানি বলেন, হুযুর আনোয়ারের অফিসে প্রবেশ করে তাঁকে দেখার পর থেকে বাইরে আসা পর্যন্ত অবিরাম আমার চোখদুটি থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। হুযুর আনোয়ার স্নেহপরায়ণ হয়ে আমার ভাই ও বোনের মাথায় হাত রাখেন। তিনি আমাদের তিনজনকে কলম ও চকোলেট উপহার দিয়েছেন।

অস্টিন জামাত থেকে আগত ডানিয়েল ব্রেক সাহেব বলেন, জীবনে প্রথমবার হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হল। আমি এগারো বছর পূর্বে জামাত গ্রহণ করেছি। আজকের দিনটি আমার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিনটি আমাকে এক নৈস্বর্গিক আনন্দের অনুভুতি দিয়েছে। আমি এখন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, তাই হুযুর আনোয়ার আমাকে উর্দু ও আরবী ভাষা শেখার পাশাপাশি নিজের আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আওসাফ মালিক সাহেব বলেন, সাক্ষাতের পূর্বে আমি বেশ গুটিয়ে পড়েছিলম। কিন্তু সাক্ষাতের জন্য হুযুরের কাছে যেতেই সমস্ত ভয় ও জড়তা দূর হয়ে যায়। আমার মেয়ের হাতদুটিও কাঁপছিল, সেটি কোন ভয়ে নয়, বরং আনন্দের আতিশয্যে এমনটি হচ্ছিল।

বে পয়েন্ট (ক্যালিফোর্নিয়া) জামাতের মাহমুদ আসলম সাহেব বলেন: আমি চার বছর পূর্বে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে হিজরত করি আর আজ হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে। হুযুর আনোয়ারকে কাছে থেকে দেখে আমি অনুভব করলাম তিনি খোদার ফেরেস্তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছেন।

আটাহ প্রদেশ থেকে খুররাম শাহযাদ সাহেব এসেছিলেন সাক্ষাতের জন্য। সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, আমরা হুযুর আনোয়ারকে টিভিতেই দেখেছি। আজ নিজেদের চোখের সামনে দেখে এমন মনে হচ্ছিল যেন কোনও স্বপ্ন দেখছি। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে এলাম। আমি তাঁকে জানাই যে রাবোয়া থেকে এসেছি। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি ভালভাবে এখানে পৌঁছে গেছেন, এজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখন সক্রিয় সদস্য হিসেবে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

মির্যা মহম্মদ আরিফ সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে এটি আমার প্রথম সাক্ষাত ছিল। সাক্ষাতকাল সংক্ষিপ্ত হলেও মনে হচ্ছে যেন আমি কোন ধন-ভান্ডার লাভ করে ফিরেছি। আমার ছেলেটি এখনও কথা বলতে পারে না। এজন্য আমি হুযুর আনোয়ারকে দোয়ার অনুরোধ করেছি। তিনি বলেন, স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকুন, আল্লাহ্ কৃপা করবেন, ইনশাআল্লাহ॥

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মার্শাল আইল্যাণ্ড থেকে বেশ কয়েকজন আহমদী স্থানান্তরিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস প্রদেশে বসবাস করছেন। আজ সেখান থেকে ১৮জন সদস্য বিশিষ্ট একটি দল সড়ক পথে ৯১৮ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে হিউস্টন পৌঁছেছিল। সেই সব সৌভাগ্যবান মানুষগুলি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁদের এলাকার মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যত এগিয়ে আসছিল, তাদের চেহারাগুলি ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। মার্শালিজ গোত্রের এই মানুষগুলি আজ তাঁদের জীবনে এই প্রথম হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্ঝর থেকে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁদের সকলের কুশল সংবাদ জানতে চান, অন্যান্য কথাবার্তাও বলেন, এবং তাদের স্থানান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চান।

অনুষ্ঠানের শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) বাগানে একটি বৃক্ষরোপন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) প্লান্টেশন সেক্রেটারী পরভেজ হাসান বাজওয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, এই বাগানে কি ফলবতী গাছ আছে? তিনি উত্তর দেন, সফেদা,ছোট আকারের 'নজ', নাসপাতি, জাপানি ফল এবং আখও লাগানো হয়েছে। এছাড়াও নারকেল, পাম গাছ এবং খেজুর গাছও রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ডুমুরের গাছও লাগান।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে গাছের চারা কোথায় তৈরী করেন? সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দেন, 'চারাগুলি নিজের বাড়িতেই তৈরী করি। চারা তৈরী হয়ে গেলে সেগুলি বাগানে এনে লাগাই।' হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এখন যে চারাটি লাগালাম, সেটি কিসের?' তিনি উত্তর দেন, ফুলের চারা। এটি বড় আকারের গাছ হয় যাতে বড় বড় ফুল আসে। হুযুর আনোয়ার বলেন, ফলবতী কোন গাছ লাগানো উচিত ছিল।

এরপর হুযুর আনোয়ার মাননীয় নাসের হাফিয সাহেবের অনুরোধের তাঁর বাড়িতে আসেন। ২০১৭ সালে আগস্টে সামুদ্রিক ঝড় হ্যারিকেনের তাণ্ডবে তাঁর বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রায় আট মাস পর্যন্ত তাঁকে অন্যত্র থাকতে হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, এত উঁচুতে ঘর হওয়া সত্ত্বেও এতে পানি ঢুকেছে! ভদ্রলোক বলেন, প্রবল ঝড় ছিল। হুযুর পুরো বাড়ি ঘুরে দেখেন। বাড়ির পিছনের বাগানেও যান, যেখানে বেদানা, লুকাট, আড়ু, সফেদা, গ্রে ফ্রুট এবং লেবুর গাছ ছিল। প্রায় আধ-ঘন্টা অবস্থানের পর হুযুর আনোয়ার সেখান থেকে ফিরে এসে বায়তুস সমী মসজিদে আসেন।

**যুক্তরাষ্ট্রের মুবাল্লিগগণের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক।**

বৈঠকে ২৯জন মুবাল্লিগ উপস্থিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার সর্ব প্রথম দোয়া করানোর পর জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রতিমাসেই কি মুবাল্লিগগণের বৈঠক হয়?' মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব উত্তর দেন,'প্রতি দুই মাস অন্তর বৈঠক হয়।' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আমি প্রতি মাসেই মিটিং করার কথা বলেছি, দুই মাস অন্তর বলিনি। প্রতি মাসে মিটিং করুন। যে সমস্ত মুবাল্লিগ কাছাকাছি রয়েছেন, দুই-তিনশ মাইলের মধ্যে, তারা এসে যাবেন। তাদেরকে ডেকে নিবেন আর যারা দূরে থাকেন, তারা টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে মিটিংয়ে যোগ দিবেন। এছাড়াও এলাকা পরিবর্তন করে পালাক্রমে মিটিং করুন। এভাবে প্রত্যেক এলাকার মুবাল্লিগ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আর যে এলাকার মুবাল্লিগ সেখান থেকে দূরে থাকবে, তারা কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক মাসে মুবাল্লিগগণ যে সমস্ত কাজ করবেন, সেগুলির অভিজ্ঞতা পরস্পরের মাঝে আদান প্রদান করবেন। এর ফলে প্রত্যেকে জানতে পারবে যে কি কি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এর কি কি পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে এবং সব থেকে সফল উপায় কোনটি।

যেখানে প্রতি মাসে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, তারাই লাভবান হয়।

আমি মুরুব্বদীদেরকে বলেছিলাম প্রত্যহ তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে। রিপোর্টে লিখে দেয় তাহাজ্জুদ পড়েছি। অধিকাংশ মুবাল্লিগ নামাযের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে দু'রাকাত নফল পড়ে নেয়। এটি তো হিসাব মেলানোর মত ব্যাপার, তাহাজ্জুদ নয়। অন্ততপক্ষে আধ ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা আগে উঠুন। শীতকালে তো আরও বেশি সময় পাওয়া যায়। এদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

এরপর হুযুর একে একে প্রত্যেক মুবাল্লিগের কাছে তাঁদের সেন্টারে নামাযে উপস্থিতির সংখ্যাটি জেনে নেন। তিনি বলেন, মসজিদে যদি নামাযীরা উপস্থিত না হয়, তবে মসজিদ তৈরী করে লাভ কি?' তিনি সমস্ত মুবাল্লিগদের জন্য নির্দেশিকা দেন যে, সর্ব প্রথম জামাতের পদাধিকারীদের মসজিদে নিয়ে আসতে আরম্ভ করুন। অন্ততপক্ষে খুদ্দাম, আনসারদের মজলিসে আমলার সদস্যদের যোগ করে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন নামাযী প্রতি সেন্টারে হওয়া উচিত। পদাধিকারীরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে অন্যদেরও মনোযোগ সৃষ্টি হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে সমস্ত সদস্য মসজিদের কাছাকাছি থাকেন, তাদেরকে মসজিদে নামাযের জন্য আসা উচিত।

একজন মুবাল্লিগকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর অধীনস্ত জামাতগুলিতে আগাম বার্তা দিয়ে যান না এমনি অতর্কিতভাবে যান? কখনও

কখনও অতর্কিতভাবেও যাবেন। এতে আপনি সঠিক বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। নামাযে কতজন উপস্থিত হয় সে তথ্যও জানা যাবে।

আপনাদেরকে প্রতি জামাতে প্রতি সপ্তাহে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যুবকদেরকে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত করুন যাতে তারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়।

একজন মুবাল্লিগ বলেন, 'আমি মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়াই।' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মানুষ যেন একথা মনে না করে বসে যে দিনে তিনবার নামায পড়তে হয়। মগরিব যথাসময়ে পড়ুন আর মানুষ যখন এশার সময় একত্রিত হয়, তখন তাদেরকে মগরিবের নামায পড়ে নিতে বলুন। এরপর আপনি এশার নামায পড়াবেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে আপনি মগরিবের নামায যথাসময়ে পড়েছেন, আর দিনের পাঁচটি নামায নিজের নিজের সময়ে হয়ে থাকে। যারা পড়েন নি, তাদেরকে পৃথকভাবে পড়ে নিতে বলুন। এশা হোক বা আসর-যুবক ও কিশোরদেরকে এবিষয়ে সচেতন করতে হবে যে দিনে পাঁচটি নামায, তিনটি নয়। ছোটরা বা যুবকরা যদি দিনে তিনটি নামায মনে করে, তবে তাদের ভুল তরবীয়ত হচ্ছে। বড়দেরকে তাদের নিজের দৃষ্টান্ত দেখাতে বলুন।

হুযুর বলেন, যদি বেশি মানুষ এশার নামাযে আসে, যারা এখনও মগরিবের নামায পড়ে নি, সেক্ষেত্রে আপনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নির্ধারণ করে বলুন মসজিদের এক প্রান্তে বা-জামাত নামায পড়ে নিবে। হয়তো এমনটি করলে একটু লজ্জিত হবে।

লোকজনকে এম.টি.এ এবং খুতবার সঙ্গে যুক্ত করুন। নাছোড় বান্দার মত পদাধিকারীদেরকে এম.টি.এ এবং খুতবার প্রতি মনোযোগী করে তুলুন। যে সমস্ত সদস্য এবং পদাধিকারীগণ মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বাস করেন বা মসজিদ থেকে খুব বেশি দূরে থাকেন না, তাদেরকে বলুন সকালে নিজেদের কাজে যাওয়ার পূর্বে ফজরের নামায যেন অবশ্যই পড়ে যায়। বাড়ি থেকে কাজে বের হওয়ার পূর্বে তারা ফজরের নামায মসজিদে বা-জামাত পড়ে যাবেন। অন্ততপক্ষে শীতকালে তো এটি সম্ভব।

যেখানে যেখানে নামায সেন্টার তৈরী করা হয়েছে, সেখানে যথারীতি কাউকে ইমাম নিযুক্ত করা উচিত। সেখানে যাতায়াতকারীরা যেন জানে যে তাদের জন্য অমুক ব্যক্তি ইমাম নিযুক্ত হয়েছেন।

যেখানে মানুষ মসজিদ থেকে অনেক দূরে থাকেন, সেখানে তাদেরকে কোন সেন্টার বা কারো বাড়িতে একত্রিত করুন।

আপনি বাড়িতেও তো নামায সেন্টার বানিয়েছেন, সেখানে সপ্তাহের সাতটি দিনই পাঁচ ওয়াক্ত নামায হওয়া উচিত। আর সেটি সম্ভব না হলে, সপ্তাহের সাতটি দিনই মগরিব ও এশার নামায বা-জামাত পড়ুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানে এম.টি.এ দেখার প্রচলন কম। আমি বলেছিলাম, বাড়িতে এম.টি.এ-তে জুমার খুতবা টিভিতে দেখুন। বাড়িতে টিভি চলতে থাকলে একস্থানে স্থির হয়ে বসে না থাকলেও খুতবা কানে শোনা যায়। এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করানো প্রয়োজন। কানে শুনলে এর প্রভাবও পড়ে। প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে এক ঘন্টা এম.টি.এ দেখার চেষ্টা করা উচিত।

মানুষকে নামাযের সঙ্গে এবং এম.টি.এ-র মাধ্যমে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এছাড়া আরও অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়ও সামনে আসবে।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে তবলীগি পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, 'দায়ী ইলাল্লা'-র সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে, এর জন্য চেষ্টাও করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, জামাতগুলি মুরুব্বীদের কাছ থেকে সহায়তা নেয় নাকি আপনার নিজের কর্মসূচি রয়েছে? মুরুব্বীদের তবলীগ সেক্রেটারী এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীদের মধ্যে কি পারস্পরিক সমন্বয় রয়েছে? আতফালদের অনুষ্ঠান ও ক্লাসে আপনাদের সাহায্য নেওয়া হয়? লাজনাদের সঙ্গে কোন অনুষ্ঠান হয়?

এর উত্তরে মুবাল্লিগগণ উত্তর দেন, লাজনাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠান হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনাদের সঙ্গে যে অনুষ্ঠানই হোক, সেখানে যেন যথারীতি পর্দার ব্যবস্থা থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তরবীয়ত সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে নিজের রিপোর্টে সে বিষয়ের উল্লেখ করে কেন্দ্রে পাঠান, রিপোর্টে আলাদাভাবে সেকথার উল্লেখ করবেন।

আমি অঙ্গ সংগঠনগুলির মাধ্যমে জার্মানীর জামাতগুলির সমীক্ষা করিয়েছিলাম। আমি দেখেছি এর উপকার আছে, এটি জরুরীও বটে। অনেক বিষয় এবং সমস্যাবলী আমার সামনে এসেছিল। একটি প্রশ্ন-তালিকা তৈরী করে তারা সমীক্ষা চালিয়েছিল। কারো নাম ছাড়াই অনেকগুলি বিষয় প্রকাশ্যে এসেছিল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি জলসায় তিনটি বক্তব্য রেখেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা নিজেদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, তারা কেবল সমস্যার কথাটি লিখে পাঠাবে।

সদর সাহেবদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে একজন মুবাল্লিগ বলেন, সদরের পক্ষ থেকে সহযোগিতার অভাব রয়েছে। হুযর আনোয়ার বলেন, আপনাকে সেখানে তরবীয়তের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তরবীয়ত করা আপনার কাজ। প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে তাকে বোঝাতে থাকতে হবে। তিতিবিরক্ত হবেন না বা রেগে উত্তর দিবেন না।

পদাধিকারীগণের সঙ্গে মুরুব্বীদের সহযোগিতা ও বোঝাপড়া থাকাই বাঞ্ছনীয়। পদাধিকারীদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বত্রই সমস্যা রয়েছে। আমি পূর্বে একবার একথার উল্লেখ করেছি যে, আমাকে আব্দুল মালিক খান মরহুম বলেন, তিনি করাচিতে মুরুব্বী ছিলেন আর আব্দুল্লাহ খান সাহেব করাচীর আমির ছিলেন। মুসলেহ মওউদ (রা.) একবার বলেছিলেন, যেভাবে মালিক খান সাহেব এবং আব্দুল্লাহ খান সাহেব কাজ করার সময় পরস্পরের সহযোগিতা করেন, ঠিক সেইভাবে অন্যান্য মুরুব্বীরা কেন কাজ করতে পারে না?

নামায জমা করা প্রসঙ্গে একজন মুরুব্বী সাহেব বলেন, এখানে কেউ বলেছিলেন লন্ডনে নামায জমা হয়। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, দশ মাসেরও বেশি সময় আমরা পাঁচটি নামায পৃথক পৃথক পড়ি। প্রায় দেড় মাস, গ্রীষ্মকালে মগরিব ও এশা এবং শীতকালে যোহর ও আসরের নামায জমা করা হয়। কেননা, সেই সময় দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময় অত্যন্ত অনতিদীর্ঘ হয়ে থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন, যে ব্যক্তি এমন কথা বলেছিল, তাকে বুঝিয়ে বলে দিত হত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাহরীকে জাদীদের নিয়মাবলীর পুস্তিকায় মুবাল্লিগগণের কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী সংবলিত ২৩টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি সকলে কি পড়েছেন? আপনাদের সকলের নিজেদের কর্তব্যাবলীর বিষয়ে পড়া উচিত এবং সেই অনুসারে কাজ করা উচিত।

নিজেদের জীবনকে ইসলামি শিক্ষানুসারে খাপ খাইয়ে নিন এবং সমগ্র জামাতকে তবলীগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। এছাড়াও তরবীয়ত করা আপনাদের দায়িত্ব। সেক্রেটারী তরবীয়ত তরবীয়তের বিষয়ে, তবলীগ সেক্রেটারী তবলীগের বিষয়ে কর্মসূচি তৈরী করেন। দায়ি ইলাল্লাহদের তরবীয়ত তো আপনারাই করবেন। ধর্মীয় জ্ঞান আপনাদের কাছেই রয়েছে, তাদের কাছে তো নেই।

সকালে উঠে তৈরী হয়ে আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত নিজের অফিসে এসে কাজ কর, নিজের ডাকগুলি দেখ, এরপর তবলীগের জন্য বের হও। প্রোগ্রাম আগে থাকতে তৈরী করে রাখতে হবে। তবলীগের জন্য নিত্যনতুন পন্থা খুঁজে বের কর। নতুন পথ সন্ধান করতে হয়। যে সমস্ত মুবাল্লিগ এমনটি করে তারা সফল হয়।

আমি ঘানায় দেখেছি, যারা কর্মঠ মুবাল্লিগ ছিলেন, তারা তবলীগের কোনও না কোনও পথ বের করেই নিতেন। রাস্তার ধারে পামফ্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। সেগুলি বিতরণ করে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একদিনেই সফলতা পাওয়া যায় না। সফলতা অর্জনের জন্য অবিরাম চেষ্টা দরকার। সাত-আট বছর পূর্বে আমি বলেছিলাম, প্রত্যেক এলাকার দশ শতাংশ মানুষের কাছে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরুন। কিন্তু আমেরিকায় আজ অবধি এক শতাংশও জামাতের সম্পর্কে পরিচিতি গড়ে ওঠেনি।

বিলবোর্ড লাগানো বা শান্তির বার্তা সংবলিত হ্যান্ডবিল বিতরণ করাই যথেষ্ট নয়, পরবর্তী পদক্ষেপও নিতে হবে।

উদ্বুদ্ধ করার জন্য মুরুব্বিদেরকেই কাজ করতে হবে।

প্রত্যেক মুবাল্লিগ তবলীগ কমিটির সদস্য। আপনারা পামফ্লেট তৈরী করার পূর্বে একবার নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে পরামর্শ করে নিবেন যে মানুষ কিসে প্রভাবিত হয়? যে এলাকায় পামফ্লেট বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে, সেখানকার জরিপ করার পর প্রয়োজন অনুসারে পামফ্লেট তৈরী করুন।

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরীর কাজটিকে বিস্তৃতি দিন, অনেকে সমাজমাধ্যমে নিজেদের তবলীগি কর্মসূচি চালাচ্ছে। খুব ভাল কাজ, সকলের করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন,নতুন আহমদীদের তরবীয়তের জন্য আপনাদের জামাতের পক্ষ থেকে কি কোন কর্মসূচিত গৃহীত হয়েছে?

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 10 Oct , 2019 Issue No.41

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, আমরা প্রত্যেককে এমন পাঁচজন নওমোবাঈনকে কাছে টেনে আনার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছি যারা দূরে সরে গেছে।

হুযুর বলেন, যারা দূরে চলে যায় নি, তাদেরকে কাছে টেনে আনার জন্য স্থায়ীভাবে যোগাযোগ করুন। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন না। পাকিস্তানিরা নিজেদের বৈঠক করে, ফলে অন্যরা দূরে সরে যায়। এটি অনুচিত পন্থা। এদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

এখন পাকিস্তান থেকেও অনলাইন ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনাদেরও নিয়মিত কুরআন ক্লাস নেওয়া উচিত।

স্থানীয় মিশনারী জামাতের 'ইসলাহি কমিটি' (সংশোধনী কমিটি)র অন্তভুক্ত। 'ইসলাহি কমিটির কাজ হল সমস্যা সামনে আসার পূর্বেই তার সমাধান খুঁজে বের করে রাখা।

একজন মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে এক যুবতী বিয়ের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু তার পিতামাতা পড়াশোনার উপদেশ দিচ্ছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, এমন বিষয় সামনে এলে কমিটিতে এর সমাধান খুঁজে বের করুন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন, 'যদি মেয়েদেরকে চাকরী কিম্বা অর্থ উপার্জনের জন্য পড়ানো হয়ে থাকে আর এই কারণে তাদের বিয়েতে দেরিতে হয়, তবে আমি এমন শিক্ষা লাভের বিপক্ষে।' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'জামাতের সদস্যদের একত্রিত করা আপনার কাজ। লোকেরা পদাধিকারীদের বিষয়ে অভিযোগ করে। তাদেরকে এবং সাধারণ মানুষকেও একথা বোঝান যে আপনারা পদাধিকারীদের বয়আত করেন নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেছেন। যাদের ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, তাদেরকে বাড়িতে গিয়ে বোঝান। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা না হয়, কারো বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তরবীয়তের একটি মাধ্যম হল ওসীয়তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এজন্য ওসীয়ত সেক্রেটারীর সহায়তা নিতে পারেন। ওসীয়ত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলে তরবীয়ত এবং কুরবানী মান উন্নত হয়।

হুযুর আনেয়ার বলেন: চাঁদা বৃদ্ধি, চাঁদার মান বৃদ্ধি এবং সঠিক হারে চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে মুবাল্লিগদের উচিত সেক্রেটারীদের সাহায্য করা। এটি প্রাথমিক তরবীয়তি কাজ আর মানুষকে সঠিক হারে চাঁদা দিতে উদ্বুদ্ধ করা মুবাল্লিগদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সরাসরি হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু চাঁদা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করা উচিত।

একজন মুবাল্লিগ বলেন, ফজরের খুতবার সময় সরাসরি খুতবার সম্প্রচার হলে কি করণীয়? যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু এলাকায় ফজরের সময় সরাসরি খুতবার সম্প্রচার হয়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ফজরের সময়টি নির্দিষ্ট। তাই ফজরের নামায যথাসময়ে পড়াই বিধেয়। খুতবা পরে শুনবেন, কিম্বা এম.টি.এ পুনঃসম্প্রচারের জন্য তিন ঘন্টার ব্যবধান রেখেছ। সেই সময় শুনে নিবেন।

জলসার অনুষ্ঠান বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান যেখানে যুগ খলীফার ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে, সেখানে পরিস্থিতি অনুসারে যোহর ও আসর এবং মগরিব ও এশার নামায জমা করতে পারেন। ভাষণ শোনার পূর্বে কিম্বা পশ্চাতে সময় বিবেচনায় নামায জমা করা যেতে পারে। কিন্তু ফজরের নামাযের ক্ষেত্রে উপায়ন্তর নেই, এর একটিই নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, বিলম্ব করা যাবে না। ফজরের নামায প্রসঙ্গে যে এই প্রশ্ন করেছে, তার তো একথা জানা থাকা উচিত। এটি তো জিজ্ঞাসা করার মত প্রশ্নই ছিল না। একজন মুবাল্লিগের নামাযের সময় জ্ঞান থাকা উচিত।

বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতে অসঙ্গত কার্যকলাপ প্রসঙ্গে একজন মুবাল্লিগ প্রশ্ন করেন। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন,'আপনি খুতবাগুলি শোনেন? আমি তো সব বলে দিয়েছি। বিবাহ অনুষ্ঠানে যদি কোন অনৈসলামিক প্রথা বা বিষয় ঘটতে দেখেন তবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং তাদেরকে নিরস্ত করুন। ইসলামি রীতি এবং শিক্ষা অনুসারে বিবাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও যদি সংশোধন না হয়, তবে সেখান থেকে প্রস্থান করুন, বসে থাকবেন না। বসে থাকলে আপনারও শাস্তি হবে।

হুযুর আনোয়ারের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় যে, অনেক অ-আহমদী আমাদের কাছে নিকাহ পড়াতে চায়, ইসলামী রীতি অনুসারেও তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখুন, এখানে বিয়েগুলি নথিভুক্ত হয় কি না? যদি আপনার নিবন্ধিকরণ থাকে, তবে নিকাহ পড়াতে পারেন।' হুযুর একজন মুবাল্লিগকে বলেন, আগে খোঁজ নিয়ে দেখুন, আপনাদের রাজ্যের আইন কি? আইন যা বলবে, সেই অনুসারেই চলতে হবে।

একজন মুবাল্লিগ প্রশ্ন করেন, কেউ যদি বিয়ের উদ্দেশে বয়আত করে, তবে কি করণীয়? হুযুর বলেন, 'খোদা তা'লাই একমাত্র অন্তর্যামী। তারা বিয়ে তো করবেই, আবার অনুমতি না নিলে জামাত থেকে নিষ্কৃত হবে। তাই এভাবে তারা অন্ততঃপক্ষে অন্য কোন পাপ থেকে রক্ষা পাবে।

আমাদের একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। যদি কোন ছেলে বয়আত করে, তবে জামাতের নিয়ম অনুসারে তাকে এক বছর সময় কাটাতে হবে। এক বছরের পূর্বেই যদি বিয়ে করতে হয়, কোন কারণে শীঘ্র করতে হয়, তবে আমি সেক্ষেত্রে অনুমতি দিয়ে থাকি, যাতে নোংরামির হাত থেকে রক্ষা পায়। দ্বিতীয়ত তারা যেন জামাতের কাছে আসে। তাছাড়া যারা বিয়ে করবে, কোর্টে গিয়েও তো করে নেয়, তখন তাদেরকে জামাত থেকে নিষ্কৃত করা হয়। তাই এই সব অসুবিধা থেকে বাঁচতে আমি কম সময়ের মধ্যেও অনুমতি দিয়ে দিই যাতে সংশোধন হয়। যে পিছনে সরে যায়, সে তো দুর্ভাগা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নওমোবাঈনদের বয়আত করা যখন এক বছর পূর্ণ হয়, তখন দেশের আমীর বা সদর অনুমতি প্রদান করে। এক বছরের পূর্বে বিয়ে করতে হলে যুগ খলীফার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

একজন মুবাল্লিগ প্রশ্ন করেন যে মসজিদে কিছু অ-আহমদী সাহায্য হিসেবে যাকাত নিতে আসে। তাদেরকে কি যাকাতের অর্থ থেকে কিছু দেওয়া যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাকাতের অর্থ থেকে সাহায্য করার অধিকার আপনাদের নেই। এর থেকে আপনি কাউকে কিছুই দিতে পারবেন না। আপনারা তাদের বলবেন, যাকাতের অর্থ দেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই। আপনারা নিজেদের সদকা বা লোকাল ফান্ড থেকে সাহায্য হিসেবে যতটুকু দিতে চান, দিতে পারেন।

বয়আত ফর্ম সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি আশ্বস্ত না হন, তবে তাকে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন, সঙ্গে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন যে এঁর উপর দৃষ্টি রাখুন, এবং বয়আতটি ঝুলিয়ে রাখুন।

ইউরোপে যে সমস্ত আশ্রয় প্রার্থীরা বয়আত করে, আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিই, বয়আত তখন গৃহীত হবে, যখন মামলার নিষ্পত্তি হবে। তাদের কাছে আমরা চাঁদাও নিই না, আর কেসগুলি অমীমাংসিত রেখে দিই।

একজন মুবাল্লিগ বলেন, কিছু সদস্য লটারীর কাজ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লটারি মেশিন জুয়া। যারা এমন কাজ করে, তারা কোনও পদে আসতে পারবে না। তাদের মধ্যে কোনও পদাধিকারী থাকলে বলুন। কেবল কর্মী হিসেবে কাজ করলে অসুবিধে নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন,যারা শূকর এবং মদের কাজ করে, তাদের সম্পর্কে নির্দেশিকা রয়েছে যে তাদের চাঁদা গ্রহণ করবেন না। বাধ্যবাধকতা তাদের জন্য, জামাতের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাই জামাত তাদের কাছে চাঁদা নিবে না। (ক্রমশঃ...)

## যুগ ইমামের বাণী

**কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।**

**মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

## যুগ খলীফার বাণী

**খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।**

**(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir